ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"
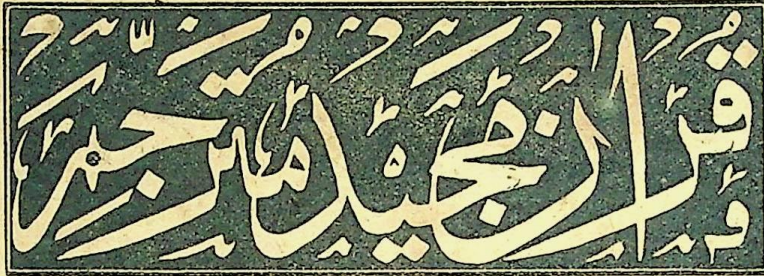
মূল: আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

বঙ্গানুবাদ কোর্‌আন শরীফ

৩০শ পারা—আম

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলাওৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের **"উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়"** আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;— ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে? দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে ভবিষ্যতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ-কার্য্যে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহ্‌মদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

Printed at : Paradise Press.
10, Sandel Street, CALCUTTA.

৭৮ ছুরা—নাবা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছমিল্লা-হির্রাহ্ মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ২ রুকু ও ৪০ আয়ত।

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۙ

আম্মা ইয়্যাতাছা—আলূন ? আনে ন্নাবাএল্ আজীমে ; ল্লাজী হুম্ ফীহে মোখ্তালেফূন্।

১। (হে মোহাম্মদ!) ইহারা (=কাফেরগণ) কোন্ বিষয় জানিতে চাহিতেছে ? ২। সেই বিরাট ব্যাপার (=কেয়ামত) সম্পর্কে, ৩। যাহাতে তাহারা (ন্যায়পন্থীদের সহিত) মতভেদে লিপ্ত ?

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ

কাল্লা- ছাইয়্যা'লামূনা ; ছুম্মা কাল্লা- ছাইয়্যা'লামূন্। আলাম্ নাজ্‌আলিল্ আর্‌দ্বা মেহা-দাঙ ;

৪। না, না, (তাদের ধারণা ঠিক নহে।) সত্বর (মৃত্যুর পর) তাহারা (উহার সত্যতা) জানিতে পারিবে ; ৫। পুনশ্চ না, না, (তাদের ধারণা ঠিক নহে।) সত্বর তাহারা জানিতে পারিবে।—(কিহে, আমরা কি দুনিয়াতেও তারচেয়েও অসাধ্য সাধন করি নাই ?) ৬। আমরা কি করি নাই ভূমিকে শয্যা।

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ

অল জেবা-লা আও্‌তা-দাঙ্ ; অ খালাক্‌না-কুম আয্‌অ-জাঙ ;

৭। ও পাহাড়সমূহকে কীলক (-স্বরূপ) ? (=করিয়াছি) ৮। এবং তোমাদিগকে জোড়া জোড়া সৃজন করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ

অ জাআল্‌না- নাও্‌মাকুম্ ছোবা-তাঙ্ ; অ জাআল্‌নাল্ লায়্‌লা লেবা-ছাঙ্ ;

৯। তোমাদের নিদ্রাকে আরাম (-দায়ক) করিয়াছি ১০। আর রাত্রিকে করিয়াছি পরদা

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ

অ জাআল্‌না ন্নাহা-রা মাআ-শা-। অ বানায়্‌না- ফাওক্বাকুম্ ছাব্‌আন্ শেদা-দাঙ্ ;

১১। ও দিনকে করিয়াছি উপার্জ্জনের সময়, ১২। তোমাদের উপর দৃঢ়সপ্ত (আছমান) গঠন করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً

অ জাআল্‌না- ছেরা-জাঙ্ অহ্‌হা-জাঙ্ ; অ আন্‌যাল্‌না- মেনাল্ মো'ছেরা-তে মা—আন্

১৩। উজ্জ্বল এক প্রদীপ (=সূর্য্য) সৃষ্টি করিয়াছি, ১৪। মেঘ হইতে প্রচুর পানি বর্ষণ করিয়াছি

ثَجَّاجًا ۙ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۙ

ছাজ্‌জা-জাল্ ; লে নোখ্‌রেজা বেহী হাব্বাঙ্ অ নাবা-তাঙ্ ; অ জান্না-তিন্ আল্‌ফা-ফা-।

১৫। ১৬। তদ্দ্বারা শস্য, উদ্ভিদ ও ঘনসন্নিবিষ্ট বাগানসমূহ উৎপাদন করার জন্য।—

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

ইন্না ইয়্যাও্মাল্ ফাছ্‌লে কা-না মীক্বা-তাই ; ইয়্যাও্মা ইয়োন্‌ফাখো ফিছ্ ছূরে

১৭। নিশ্চয় বিচার-দিবস (=কেয়ামত) নির্দ্ধারিত আছে (, উহা সেদিন ঘটিবে), ১৮। যেদিন ছূরে ফুৎকার করা হইবে,

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

ফাতা'তূনা আফ্‌অ-জ্বাঙ; অ ফোতেহাতেছ্ ছামা—ও ফাকা-নাৎ আব্‌অ-বাঙ;

তদন্তর তোমরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া (আমার নিকট) আগমন করিবে; ১৯। আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে এবং উহা বহু দ্বার (-বিশিষ্ট) হইবে;

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ

অ ছুইএ-রাতিল্ জ্বেবা-লো ফাকা-নাৎ ছারা-বা-। ইন্না জ্বাহান্নামা কা-নাৎ

২০। আর পর্ব্বতমালাকে (স্ব স্ব স্থান হইতে) চালিত করা হইবে, ফলে উহারা বালুকা (-সদৃশ) হইয়া যাইবে। ২১। নিশ্চয়ই দোজখ (শাস্তির ফেরেশ্‌তাদের)

مِرْصَادًا ۝ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ۝ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝

মের্‌ছা-দাল; লেত্ত্বা-গ্বীনা মাআ-বাল্; লা-বেসীনা ফীহা— আহ্‌ক্বা-বা-।

ঘাতের স্থল—২২। উহা অবাধ্যগণের ঠিকানা, ২৩। তন্মধ্যে তারা বহুকাল অবস্থান করিবে;

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

লা- ইয়্যাজুক্বূনা ফীহা- বার্‌দাঙ্ অলা- শারা-বান্; ইল্লা- হামীমাঙ্ অ গ্বাছ্‌ছা-ক্বান্;

২৪। ২৫। তন্মধ্যে তাহারা গরম পানি ও পুঁজ ব্যতীত না কোন ঠাণ্ডা উপভোগ করিবে, না, শরবত—

جَزَاءً وِفَاقًا ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا

জ্বা'যা—আঙ্ বেফা-ক্বা-। ইন্নাহুম্ কা-নূ লা- ইয়্যার্‌জুনা হেছা-বাঙ্; অ কাজ্জাবূ

২৬। উপযুক্ত ফলস্বরূপ। ২৭। (কারণ) তাহারা নিকাশ দেওয়ার ধারণাই রাখিত না ২৮। এবং তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল

بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

বেআ-ইয়্যা-তেনা- কেজ্‌জা-বা-। অ কুল্লা শায়্‌এন্ আহ্‌ছয়্‌না-হো কেতা-বান্;

আমাদের নিদর্শনসমূহকে সম্পূর্ণভাবে, ২৯। (পক্ষান্তরে) আমরা তাহাদের প্রত্যেকটি কাজ (আমলনামায়) লিখিয়া রাখিয়াছি।

ছুরা নাবা—ইহার ১৭নং আয়তটি ৫ম আয়তের সহিত সম্পর্কিত।

২
১
১
রুকু

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۚ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ

ফাজুকু ফালান্ নাযীদাকুম্ ইল্লা- আজা-বা-। ع ইন্না লিল্মোত্তাক্বীনা

৩০। (আমলনামা) দেখাইয়া তাহাদিগকে বলা হইবে, "(স্বীয় বদ আমলের) স্বাদ গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা তোমাদের প্রতি কেবল যন্ত্রণাই বৃদ্ধি করিব।" ৩১। নিশ্চয়ই খোদাভীরুদের জন্য নির্দ্ধারিত আছে

مَفَازًا ۙ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ

মাফা-যান্; হাদা—এক্বা অ আ'না-বাঙ্; অ কাআ-এবা আৎরা-বাঙ্;

সাফল্য—৩২। (যথা) বাগানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, ৩৩। সমবয়স্কা যুবতীগণ,

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۙ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ

অ কা'ছান্ দেহা-ক্বা-। লা- ইয়্যাছ্মাউনা ফীহা- লাগ্অঙ্ অলা- কেজ্জা-বা-।

৩৪। বিশুদ্ধ শরাবভর্ত্তী পেয়ালাসমূহ ; ৩৫। তথায় তারা না কুকথা শুনিতে পাইবে, না, মিথ্যা কথা—

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

জ্বা'যা—আম্ মের্রাব্বেকা আত্বা—আন্ হেছা-বা; র্রাব্বিছ্ ছামা-অ-তে অল্ আর্দ্বে

৩৬। উপযুক্ত বখশিশরূপে প্রতিদানস্বরূপ তোমার সেই প্রতিপালকের পক্ষ হইতে, ৩৭। যিনি প্রতিপালক আছমানসমূহ, জমীন

وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ يَوْمَ

অমা- বায়্নাহোমা র্রাহ্মা-নে লা- ইয়্যাম্লেকূনা মেন্হো খেত্বা-বা-। ইয়্যাওমা

ও তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বস্তুসমূহের, (যিনি) দয়ালু, যাঁহাকে (স্বাধীনভাবে) কাহারও সম্বোধন করার অধিকার থাকিবে না ; ৩৮। যেদিন

يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ

ইয়্যাকূমোর্ রূহো অল্ মালা—একাতো ছাফ্ফাল্ ; লা- ইয়্যাতাকাল্লামূনা ইল্লা- মান্ আজেনা

রূহ (= জিব্রাইল) ও (অন্যান্য) ফেরেশ্তাগণ সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইবে, (সেদিন) কাহারও কথা বলার ক্ষমতা হইবে না কিন্তু যাহাকে অনুমতি দিবেন

لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ

লাহো র্রহ্মা-নো অ ক্বা-লা ছাঅ-বা-। জা-লেকাল্ ইয়্যাওমোল্ হাক্কো,

দয়াময় আর সে খাঁটি কথাই বলিবে। ৩৯। সেই দিন সত্য।

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا

ফামান্ শা—আ ত্তাখাজা এলা- রাব্বেহী মাআ-বা-। ইন্না— আন্জার্না-কুম্ আজা-বান্

অতএব যাহার ইচ্ছা, আপন প্রভুর দিকে ঠিকানা করিয়া লউক। ৪০। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে আসন্নশাস্তির ভয় দেখাইলাম—

قَرِيبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

কারীবাই ; ইয়্যাও্‌মা ইয়্যান্‌জোরোল্‌ মার্‌ও মা- ক্কাদ্দামাৎ ইয়্যাদা-হো

(যাহা এমন সময় ঘটিবে,) যে দিবস মানব নিজের অগ্রে প্রেরিত (=নেকী-বদী) দর্শন করিবে

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۚ

অ ইয়্যাক্বূলোল্‌ কা-ফেরো ইয়্যা- লায়্‌তানী কোন্তো তোরা-বা- । ৫

এবং (তা দেখিয়া) কাফের বলিবে, "হায়, যদি মাটি হইয়া যাইতাম(, আমার পক্ষে কত ভাল হইত) !"

৫ / ২ / ২ রুকু

৭৯ ছূরা—নাজেয়াত মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্রাহ্‌মা-নির্রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৪৬ আয়ত ও ২ রুকু।

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۙ وَّالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۙ وَّالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۙ

অন্না-যেআ-তে গ্বার্‌কাঙ্‌ ; অন্না-শেত্বা-তে নাশ্‌তাঙ্‌ ; অছ্‌-ছাবেহা-তে ছাব্‌হান্‌ ;

১। কছম (দেহ হইতে কাফেরের রূহ) সজোরে আকর্ষণকারী, ২। (মোমেনের রূহের) বন্ধন সহজে উন্মোচনকারী, ৩। (রূহ লইয়া শূন্যপথে) সাঁতারবৎ গমনকারী, (পরে আল্লার

فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۙ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۘ يَوْمَ تَرْجُفُ

ফাছ্‌ছা-বেক্বা-তে ছাব্‌ক্বান্‌ ; ফাল্‌ মোদাব্বেরা-তে আম্‌রা- ॥ ইয়্যাও্‌মা তার্‌জ্বোফোর্‌

৪। নির্দ্দেশ পাইয়া ইল্লীন-ছিজ্জীনের দিকে) দ্রুত ধাওয়াকারী ৫। অতঃপর (জেজা-সাজার) তত্ত্বাবধানকারী (ফেরেশ্‌তা)গণের—৬। যে দিন প্রকম্পিত করিবে

الرَّاجِفَةُ ۙ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۗ قُلُوبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ

রা-জ্বেফাহ্‌ ; তাৎবায়োহা র্‌রা-দেফাহ্‌। ক্কোলূবুঁই ইয়্যাও্‌মাএজেঙ্‌ অ-জ্বেফাহ্‌ ;

প্রকম্পনকারী (=প্রথম ছুরধ্বনি), ৭। তার অনুসরণ করিবে পরবর্ত্তী (ধ্বনি), ৮। সেদিন কতগুলি আত্মা (ভয়ে) কাঁপিতে থাকিবে,

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۗ

আব্‌ছা-রোহা- খা-শেআহ্‌ ॥ ইয়্যাক্কূলূনা আইন্না- লামার্‌দূদূনা ফিল্‌হাফেরাহ্‌।

৯। তাদের চক্ষুসমূহ (লজ্জায়) অবনত হইবে। ১০। তাহারা (এখন) বলিতেছে, "আমরা কি (মৃত্যুর পর) আবার দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিব ?

নাজেআত—ইহার ১ ও ২ আয়তে কাফের ও মোমেনের আত্মিক অবস্থার কথা বলা হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে কাফেরের সহজ ও মোমেনের কঠিন মৃত্যু দেখা যায়, তাহা বাহিক।

أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

আ-এজা- কোন্না- এজা-মান্ নাখেরাহ্। ক্বা-লূ তিল্‌কা এজান্ কার্‌রাতোন্ খা-ছেরাহ্॥

১১। কিহে, যখন আমরা বিগলিত অস্থিতে পরিণত হইব (, তখনও কি পুনর্জ্জীবিত হইব)?" ১২। তারা (উপহাস করিয়া) বলে, "ইহা ত (আমাদের পক্ষে) ক্ষতিকর প্রত্যাবর্ত্তন!"

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝

ফাইন্নামা- হেইয়া যাজ্‌রাতোঁও অ-হেদাতোন্; ফাএজা- হুম্ বেছ্ ছা-হেরাহ্।

১৩। (বস্তুতঃ আমার পক্ষে উহা মোটেই কঠিন নহে; বরং) ইহা ত একটি কঠোর শব্দ মাত্র, ১৪। (যার ফলে) অচিরাৎ তাহারা (হাশর) ময়দানে সমবেত হইবে।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

হাল্ আতা-কা হাদীসো মূছা-॥ এজ্ না-দা-হো রাব্বোহূ বিল্ অ-দিল্ মোক্বাদ্দাছে

১৫। (হে মোহাম্মদ, কাফেরদের আচরণে হতাশ হইও না। নবীগণের প্রথমতঃ লাঞ্ছনা পরে সাফল্য ঘটিয়াই থাকে।) তোমার কাছে মূছার ঘটনা পৌছিয়াছে কি? ১৬। যখন তাহার প্রভু তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন পবিত্র ময়দান

طُوًى ۝ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن

তোঅ-; এজ্‌হাব্ এলা- ফের্‌আওনা ইন্নাহূ ত্বগা-। ফাক্বোল্ হাল লাকা এলা— আন্

"তুয়া"তে ১৭। (এই বলিয়া যে,) "ফেরআওনের নিকট গমন কর, কারণ সে ঔদ্ধত্য অবলম্বন করিয়াছে। ১৮। এবং তাহাকে বল, 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে,

تَزَكَّىٰ ۝ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝ فَأَرَاهُ الْآيَةَ

তাযাক্কা-; অ আহ্‌দেইয়্যাকা এলা- রাব্বেকা ফাতাখ্‌শা-। ফাআরা-হোল্ আ-ইয়্যাতাল্

তুমি পাক হইবে ১৯। আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে হেদায়েত করিব—ফলে তুমি (তাঁকে) ভয় করিবে।" (তখন মূছা ফেরআওনের নিকট গমন করিলে সে নবুয়তের নিদর্শন তলব করে।) ২০। তখন (মূছা) তাহাকে (=ফেরআওনকে) মহানিদর্শন (=লাঠি ইত্যাদি) দেখাইল।

الْكُبْرَىٰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝

কোব্‌রা-। ফাকাজ্জাবা অ আছা-॥ ছুম্মা আদ্‌বারা ইয়াছ্‌আ-। ফাহাশারা, ফানা-দা-,

২১। তখন সে (মূছাকে) অবিশ্বাস করে এবং (তাহার কথা) অমান্য করে, ২২। অতঃপর সে প্রতিকূল চেষ্টায় লিপ্ত হইয়া ২৩। সকলকে জড় করে এবং উচ্চস্বরে সম্বোধন করিয়া

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ

ফাক্বা-লা আনা- রাব্বোকোমোল্ আ'লা-। ফাআখাজা হো ল্লা-হো নাকা-লাল্

২৪। বলে, "আমিই তোমাদের মহাপ্রভু।" ২৫। ফলে আল্লাহ্ তাহাকে আজাবের মধ্যে গ্রেফতার করিলেন—

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

আ-খেরাতে অল্ উলা-। ইন্না ফী জা-লেকা লাএব্‌রাতাল্ লেমাঁই ইয়্যাখ্‌শা-। ع

ইহকাল ও পরকালের। ২৬। নিশ্চয়ই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে আল্লাহ্‌কে ভয়কারীর জন্য।

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا

আ আন্তুম্ আশাদ্দো খাল্কান আমেছ্ছামা—ও। বানা-হা-। রাফাআ ছাম্কাহা-

২৭। ওহে, সৃষ্টির দিক দিয়া তোমরাই কি অধিক শক্ত, না, তাঁর তৈয়ারী আছমান—২৮। উহার ছাদকে উচ্চ করিয়াছেন

فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ

ফাছাওঅ-হা-; অ আগ্ত্বাশা লায়্লাহা- অ আখ্রাজ্বা দ্বোহা-হা-। অল্ আর্দ্বা বা'দা

এবং উহাকে নির্খুৎ করিয়াছেন, ২৯। উহার রাতকে আঁধার ও দিনকে প্রকাশ্য বানাইয়াছেন; ৩০। অতঃপর ভূমিকে

ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ

জা-লেকা দাহা-হা-। আখ্রাজ্বা মেন্হা- মা—আহা- অ মার্আ-হা-। অল্ জ্বেবা-লা

বিছাইয়াছেন, ৩১। উহা হইতে উহার পানি ও উদ্ভিদের চারাসমূহ উৎপাদন করিয়াছেন; ৩২। আর পাহাড়সমূহকে

أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ

আর্ছা-হা-; মাতা-আল্ লাকুম্ অলে আন্আ-মেকুম্। ফাএজা- জ্বা—আতেৎ

(উহার উপর) স্থাপন করিয়াছেন— ৩৩। তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের উপকারের জন্য। (সুতরাং তোমাদিগকে পুনরায় উত্থাপন অর্থাৎ কেয়ামত অসম্ভব নহে। আর কেয়ামতের বিবরণ এই যে,) ৩৪। অনন্তর যখন সমাগত হইবে

الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ

ত্বা—ম্মাতোল্ কোব্রা-। ইয়্যাওমা ইয়াতাজাক্কারোল্ এন্ছা-নো মা- ছাআ-;

মহাদুর্ঘটনা (= কেয়ামত), ৩৫। (অর্থাৎ) যেদিন লোক নিজের কৃতকর্ম্মের কথা স্মরণ করিবে

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ

অ বোর্রেযাতিল্ জ্বাহীমো লেমাঁই ইয়্যারা-। ফাআম্মা- মান্ ত্বগা- ; অ আ-ছারাল্

৩৬। এবং দর্শকের সামনে দোজখকে জাহের করা হইবে, ৩৭। ৩৮। সেদিন, যে (ন্যায়ের) অবাধ্য ও

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ

হায়্যা-তা দ্দোন্য়া- ; ফাইন্নাল্ জ্বাহীমা হেইয়াল্ মা'অ-। অ আম্মা- মান্ খা-ফা

দুনিয়া-প্রিয়, ৩৯। তাহার ঠিকানা দোজখ হইবে ৪০। আর

مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

মাক্বা-মা রাব্বেহী অ নাহান্ নাফ্ছা আনেল্ হাওা- ; ফাইন্নাল্ জ্বান্নাতা

যে আপন রবের সামনে হাজির হওয়া সম্পর্কে ভয়কারী ও নিজের মনকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষাকারী, ৪১। তাহার ঠিকানা বেহেশ্ত হইবে।

هِىَ الْمَأْوٰى ۚ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۚ

হেইয়্যাল্ মা'ও-। ইয়্যাছ্আলূনাকা আনেছ্ ছা-আতে আইইয়্যা-না মোর্ছা-হা-।

৪২। (হে নবী, কাফেরগণ) তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে—উহার সংঘটন কবে ?

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۚ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۚ اِنَّمَا اَنْتَ

ফীমা আন্তা মেন্ জেক্‌রা-হা-। এলা- রাব্বেকা মোন্তাহা-হা-। ইন্নামা— আন্তা

৪৩। (অথচ) উহার আলোচনায় তোমার কি সম্পর্ক ? ৪৪। তোমার রবের দিকেই উহার এন্তেহা।

৪৫। তুমিত শুধু

مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ۚ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

মোন্‌জেরো মাঁই ইয়্যাখ্‌শা-হা-। কাআন্নাহুম্ ইয়্যাওমা ইয়্যারাওনাহা-

উহার প্রতি ভয়কারিগণকে ভয়প্রদর্শক মাত্র। (ইহারা যে কেয়ামতকে তাড়াতাড়ি চাহিতেছে,) ৪৬। যখন উহাকে (প্রত্যক্ষতঃ) দেখিবে, তখন (তাদের মনে হইবে,) যেন তাহারা

---

৫ / ৪ / ১ রুকু

لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۚ

লাম্ ইয়্যাল্‌বাছু— ইল্লা- আশীইয়্যাতান্ আও্ দোহা-হা-। ৫

(দুনিয়াতে) এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত ব্যতীত (বেশী) অবস্থান করে নাই।

---

৮০ ছুরা—আবাছা মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৪২ আয়ত ও ১ রুকু।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ

আবাছা অ তাওল্লা—; আন্‌জ্বা—আহোল্ আ'মা-। অমা- ইয়্যোদ্‌রীকা লাআল্লাহূ

১। (মোহাম্মদ) চেহরা বিকৃত করিল ও মুখ ফিরাইল, ২। তাহার নিকট একজন অন্ধ আগমন করায়।

৩। (হে মোহাম্মদ,) কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিবে যে, হয়ত সে

আবাছা—একদা মক্কার কতিপয় বিশিষ্ট ধনী সমভিব্যাহারে হুজুর (দঃ) কা'বা মছজিদে বসিয়া উহাদিগকে বোৎপোরস্তি ছাড়িয়া পবিত্র এছলামে দীক্ষিত হওয়ার উপদেশ দিতেছিলেন। মোশ্‌রেকগণ হুজুরের উপদেশবাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে থাকায় হুজুর মনে মনে তাহাদের সুনিশ্চিত এছলামে দীক্ষিত হওয়ার আশা পোষণ করিতেছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে জনৈক অন্ধ উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—"হুজুর, আমাকে অমুক অমুক ছুরা শিক্ষা দিন।" বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের আগ্রহে ভাটা পড়িবার আশঙ্কায় হুজুর অন্ধের আবেদনে মনোযোগী হন নাই। অন্ধ নাছোড়বান্দা, আলোচনার মধ্যে বারম্বার সেই কথাই বলিতে লাগিল। তাহাতে হুজুর কথঞ্চিত বিরক্তিভাবে চেহেরা বিকৃতি করতঃ অন্ধের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিশিষ্ট শ্রোতাগণের দিকে মুখ করিয়া উপদেশ দিতে থাকেন। তৎপ্রসঙ্গে অত্র ছুরা অবতীর্ণ হয়।

—ফৎহোল আজীজ।

يَزَّكَّىٰٓ ۙ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۗ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۙ

ইয়্যায্‌যাক্কা— ; আও্‌ ইয়্যাজ্জাক্কারো ফাতান্‌ফাআহো জেক্‌রা- ।আম্মা- মানে ছ্‌তাগ্‌না- ;
(পুরাপুরি) পাক হইবে ৪ । অথবা (অন্ততঃ কতক) নছীহত গ্রহণ করিবে, ফলে নছীহত তাহার পক্ষে (কিছু-না-কিছু) ফলদায়ক হইবে ; ৫ । কিন্তু যে (ধর্ম্ম হইতে) বে-পরওয়া,

فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۗ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۗ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ

ফাআন্তা লাহূ তাছাদ্দা- । অমা- আলায়্‌কা আল্লা- ইয়ায্‌যাক্কা- । অ আম্মা- মান্ জ্বা—আকা
৬ । তুমি তাহারই জন্য সচেষ্ট । ৭ । বস্তুতঃ তোমার উপর কোন দায়িত্ব নাই, সে পবিত্র না হওয়ার জন্য । ৮ । পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটিয়া আসিল

يَسْعَىٰ ۙ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۙ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ كَلَّآ إِنَّهَا

ইয়্যাছ্‌আ- ; অ হুঅ ইয়্যাখ্‌শা- ; ফাআন্তা আন্‌হো তালাহ্‌হা- । কাল্লা— ইন্নাহা-
৯ । এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, ১০ । তুমি তাহার প্রতি উদাসীন । ১১ । না, না, (তাহা করিও না । কারণ) উহা (=কোরআন) হইতেছে

تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ۘ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ

তাজ্‌কেরাতোন্ । ফামান্ শা—আ জাকারাহ্ ॥ ফী ছোহোফেম্ মোকার্রামাতেম্ ;
উপদেশ । ১২ । যাহার ইচ্ছা, সে উহাকে গ্রহণ করুক । (কেহ গ্রহণ না করিলে তোমার কোন ক্ষতি নাই । কারণ উহাকে প্রচার করাই শুধু তোমার দায়িত্ব ।) ১৩ । ১৪ । সম্মানিত,

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ۙ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۙ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۗ

মারফুআতেম্ মোত্বাহ্‌হারাতেম্ ; বেআয়দী ছাফারাতেন্ ; কেরা-মেম্ বারারাহ্ ।
উচ্চস্থানীয় (=আরশের নীচে স্থিত) ও (শয়তানের স্পর্শ হইতে) পবিত্র ছহীফাসমূহের মধ্যে (উহা লিপিবদ্ধ আছে) ১৫ । ১৬ । সম্মানিত ও নেক লিপিকার (=ফেরেশ্‌তা)-গণের হাতে (সমর্পিত হইয়া) ।

قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ۗ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۗ

কোতেলাল্ এনছা-নো মা— আক্‌ফারাহ্ । মেন্ আইয়্যে শায়্‌এন্ খালাক্কাহ্ ।
১৭ । (এসব নছীহত অস্বীকারকারী) মানব ধ্বংস হউক ! কেমন অকৃতজ্ঞ সে ! (সে কি আত্মস্থ হইয়া দেখেনা—) ১৮ । আল্লাহ্ তাহাকে কি (নগণ্য) বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ۙ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ۙ ثُمَّ

মেন্ নোত্‌ফাহ্ । খালাক্কাহু ফাক্কাদ্দারাহ ; সুম্মাছ্ ছাবীলা ইয়াছ্‌ছারাহু ; সুম্মা
১৯ । বীর্য্য হইতে (সৃষ্টি করিয়াছেন) । ২০ । তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিমিত করিয়াছেন, ২১ । অতঃপর তাহার (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) পথকে সহজ করিয়াছেন, ২২ । তৎপর

২২নং আয়তে মৃত্যুর পূর্ব্বেই "মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, কবরে পৌছাইয়াছেন" বলা হইয়াছে সন্দেহাতীত বুঝাইবার জন্য ।

أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا

আমা-তাহু ফাআক্‌বারাহু ; ছুম্মা এজা- শা—আ আন্‌শারাহ্। কাল্লা- লাম্মা- ইয়্যাক্‌দ্বে মা—

তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন ও কবরে পৌছাইয়াছেন, ২৩। তদনন্তর যখন চাহিবেন, তাহাকে (পুনঃজীবিত করিয়া) উত্থাপিত করিবেন। ২৪। না, না, (আল্লার এসব ক্ষমতা দেখিয়াও) সে কথনও পালন করে নাই যাহা

أَمَرَهُ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا

আমারাহ্। ফাল্ ইয়্যান্‌জোরেল্ এন্‌ছা-নো এলা- ত্বআ'-মেহী— ; আন্না- ছাবাব্‌নাল্

আল্লাহ্ তাহাকে আদেশ করিয়াছেন। (এতসব বিবর্ত্তনের মধ্যে মানুষ জগতে যে সামান্য স্থিতিলাভ করে, তার জন্য যাহা অপরিহার্য্য) ২৫। অতঃপর তাহার (সেই) খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিদান করুক। (দেখিবে,) আমরা (তজ্জন্য)

الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝

মা—আ ছাব্বান্ ; ছুম্মা শাকাক্‌নাল্ আরদ্বা শাক্‌কান্ ; ফাআম্বাৎনা- ফীহা- হাব্বাঙ ;

পানি বর্ষণ করিয়াছি বিশেষ পদ্ধতিতে ২৬। তৎপর ভূমিকে আবশ্যকমত বিদীর্ণ করিয়াছি, ২৭। পরে উৎপন্ন করিয়াছি শস্য

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝

অ এনাবাঙ্, অ কাদ্‌বাঙ্ ; অ যায়্‌তুনাঙ্ অ নাখ্‌লাঙ্ ; অ হাদা—এক্বা গোল্‌বাঙ্,

২৮। আঙ্গুর, তরকারী, ২৯। জয়তুন, খেজুর, ৩০। ঘনসন্নিবিষ্ট বাগান,

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝ فَإِذَا

অ ফা-কেহাতাঙ্, অ আব্বাম্ ; মাতা-আ ল্লাকুম্ অলে আন্‌আ-মেকুম্। ফাএজা-

৩১। ফল ও তৃণ—৩২। তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের হিতার্থ। ৩৩। অনন্তর যখন

جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

জা—আতেছ্ ছা—খ্‌খাহ্। ইয়্যাও্‌মা য়্যাফের্‌রোল্ মার্‌ও মেন্ আখীহে ; অ ওম্মেহী অ আবীহ্;

কর্ণবিদারক (= দ্বিতীয় ছুরধ্বনি) উপস্থিত হইবে, ৩৪। যখন লোক (= কাফের) পলায়ন করিবে তার ভ্রাতা, ৩৫। মাতা, পিতা,

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

অ ছা-হেবাতেহী অ বানীহ্। লেকুল্লে ম্‌রেএম্ মেনহুম্ ইয়্যাও্‌মাএজেন্ শা'নুই ইয়োগ্‌নীহ্।

৩৬। স্ত্রী ও সন্তানগণের নিকট হইতে,—(কারণ) ৩৭। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন অবস্থা ঘটিবে যে, অন্যের চিন্তা হইতে বিরত রাখিবে,—

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَوُجُوْهٌ

বুজুহোঁই ইয়্যাও্মাএজেম্ মোছ্ফেরাতোন্; দ্বা-হেকাতোম্ মোছ্তাব্শেরাহ্। অ বুজুহোঁই

৩৮। সে দিন কতকগুলি চেহরা (=মোমেনগণের চেহরা) উজ্জ্বল, ৩৯। হাসিময় ও আনন্দিত (পক্ষান্তরে) ৪০। আর কতকগুলি চেহরা—

يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۙ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ

ইয়্যাও্মাএজেন্ আলায়হা- গাবারাতোন্; তার্হাক্বোহা- ক্বাতারাহ্।

উহাদের উপর হইবে সেদিন মালিন্য, ৪১। উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ

উলা—য়েকা হুমোল্ কাফারাতোল্ ফাজ্জারাহ্ ৪

৪২। ইহারাই হইতেছে কাফের পাপাচারী দল।

ع ৫ ১ রুকু

৮১ ছুরা—তাক্ওয়ীর মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ২৯ আয়ত ও রুকু ১

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۙ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۙ وَإِذَا الْجِبَالُ

এজাশ্ শাম্ছো কুব্বেরাৎ; অ এজান্ নোজুমোন্ কাদারাৎ; অ এজাল্ জেবা-লো

১। (প্রথম ছুর-ধ্বনি কালে) যখন সূর্য্যকে নিষ্প্রভ করা হইবে, ২। যখন তারকানিচয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া যাইবে, ৩। যখন পাহাড়সমূহকে

سُيِّرَتْ ۙ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۙ وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۙ وَإِذَا

ছোইয়্যেরাৎ; অ এজাল্ এশা-রো ওত্তেলাৎ; অ এজাল্ ওহুশো হোশেরাৎ; অ এজাল্

চালিত করা হইবে, ৪। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীসমূহ পরিত্যক্ত হইবে, ৫। যখন বন্য পশুকুল একত্রিকৃত হইবে, ৬। যখন

الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۙ وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۙ وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۙ

বেহা-রো ছুজ্জেরাৎ; অ এজান্ নোফুছো যুউবেজাৎ; অ এজাল্ মাওয়ুদাতো ছোএলাৎ;

সাগরসমূহকে উদ্বেলিত করা হইবে ৭। আর (দ্বিতীয় ধ্বনিকালে) যখন আত্মাসমূহকে মিলিত করা হইবে, ৮। যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যা জিজ্ঞাসিত হইবে:

بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۚ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۙ وَإِذَا السَّمَآءُ

বেআইয়্যে জাম্বেন্ কোতেলাৎ? অ এজাছ্ ছোহোফো নোশেরাৎ; অ এজাছ্ ছামা—ও

৯। কি অপরাধে সে নিহত হইয়াছে, ১০। যখন আমলনামাসমূহকে খোলা হইবে, ১১। যখন আকাশকে

كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ

কোশেত্বাৎ ; অ এজাল্ জ্বাহীমো ছো'এরাৎ ; অ এজাল্ জান্নাতো ওয্লেফাৎ ; আলেমাৎ

উন্মুক্ত করা হইবে, ১২। যখন দোজখকে প্রজ্বলিত করা হইবে, ১৩। যখন বেহেশ্তকে নিকটবর্ত্তী করা হইবে—১৪। (তখন) জ্ঞাত হইবে

نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

নাফ্ছোম্ মা— আহ্দ্বারাৎ ; ফালা— ওক্ছেমো বিল্ খোন্নাছেল্ ; জ্বাঅ-রিল্ কোন্নাছ ;

আত্মা, কি (আমল) সে উপস্থিত করিয়াছে। (কোরআনের উপর বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী আমলই সেই মহাকালে উদ্ধারের একমাত্র পথ।) ১৫। ১৬। তাই আমি কছম করিতেছি (=করিয়া বলিতেছি)—চলন্ত আত্মগোপনকারী পশ্চাদগামী (তারা)-সমূহের

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ

অ ল্লায়লে এজা-আছ্আছা ; অছ্ ছোব্হে এজা-তানাফ্ফাছ্ ; ইন্নাহু লাক্বাওলো

১৭। আর রাতের যখন উহা বিগত হইতে থাকে, ১৮। প্রভাতের যখন উহা আলোকিত হইতে থাকে—১৯। ২০। ২১। নিশ্চয়ই উহা (=কোরআন) হইতেছে

رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

রাছুলিন্ কারীম্ ; জী কূঅতেন্ এন্দা জিল্ আরশে মাকীনেম্ ; মোত্বা-এন্ সাম্মা আমীন্।

সম্মানিত, শক্তিশালী, আরশের অধিপতির নিকট পদমর্য্যাদাশীল, (ফেরেশ্তাদের) সরদার ও বিশ্বস্ত এক বাহকের (=জিব্রাঈলের) (আল্লার নিকট হইতে আনীত) বাণী।

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝

অমা- ছা-হেবোকুম্ বেমাজ্নূন্ ; অ লাক্বাদ্ রাআ-হো বিল ওফোক্কেল্ মোবীন্।

২২। (হে মক্কাবাসিগণ,) তোমাদের সঙ্গী (=মোহাম্মদ) বিকৃত মস্তিষ্ক নহে ; (সুতরাং জিব্রাঈল সম্পর্কে তাহার উক্তি প্রলাপ নহে এবং উহা অন্যের নিকট শুনা উক্তিও নহে।) ২৩। বস্তুতঃ তাহাকে (=জিব্রাঈলকে) সে (আছমানের) স্পষ্ট কিনারায় নিরীক্ষণ করিয়াছে

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝

অমা- হুঅ আলাল্ গায়্বে বেদ্বানীন্। অমা- হুঅ বেক্বাওলে শায়ত্বা-নি র্রাজ্বীম্ ;

২৪। আর সে (গণকদের মত) গায়বের (=কোরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের) উপর কৃপণ নহে ২৫। এবং উহা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি(-ও) নহে।

তাকওয়ীর—ইহার ১৫ ও ১৬ নং আয়তদ্বয়ে—শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও বুধ—এই গ্রহপঞ্চককে বুঝাইতেছে। কারণ উহাদের গতিবিধি উক্ত বিচিত্র ধরণের—কখনও সামনের দিকে, কখনও পিছন দিকে, কখনও স্থির আবার কখনও বা অদৃশ্য। —হক্কানী।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ ۞ لِمَنْ شَاءَ

ফাআয়্না তাজ্‌হাবূন্। ইন্ হুঅ ইল্লা- জেক্‌রোল্ লিল্ আ-লামীন্; লেমান্ শা—আ

২৬। অতএব (হে অবিশ্বাসকারিগণ,) তোমরা কোথায় চলিয়াছ! ২৭। ইহা ত শুধু উপদেশ—(সাধারণভাবে) সমগ্র জগৎবাসীর জন্য,

مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ۞ ع

মেন্‌কুম্ আঁই ইয়্যাছ্‌তাকীম্। অমা- তাশা—উনা ইল্লা— আঁই ইয়্যাশা—আ ল্লা-হো রাব্বোল্ আ-লামীন্। ع

২৮। (বিশেষভাবে) তোমাদের মধ্যস্থ সরলপথে গমনে ইচ্ছুকদের জন্য। ২৯। আর সমুদয় জগতের রব আল্লাহ ইচ্ছা করা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছা করিতে পার না।

ع ৬ | ১ রুকু

৮২ ছুরা—এন্‌ফেতার মক্কায় নাজেল হয়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ১৯ আয়ত ও ১ রুকু

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ

এজাছ্‌ছামা—ওন্ ফাত্বারাৎ; অ এজাল্ কাঅ-কেবো ন্‌তাসারাৎ; অ এজাল্ বেহা-রো

১। (প্রথম ছুর-ধ্বনির সময়) যখন আকাশ ফাটিয়া যাইবে, ২। যখন তারাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছুটিয়া পড়িবে, ৩। যখন সাগরসমূহকে

فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

ফোজ্‌জেরাৎ; অ এজাল্ কোবূরো বো'সেরাৎ; আলেমাৎ নাফ্‌ছোম্ মা- ক্বাদ্দামাৎ

উদ্বেলিত করা হইবে, ৪। আর (দ্বিতীয় ছুর-ধ্বনির সময়) যখন কবরসমূহকে উৎখাত করা হইবে—৫। (তখন) প্রত্যেক আত্মা জানিবে, কি (আমল) সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে অথবা পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

وَأَخَّرَتْ ۞ يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞

অ আখ্‌খারাৎ। ইয়্যা— আয়্‌ইয়্যোহাল্ এন্‌ছা-নো মা- গ্বার্‌রাকা বেরাব্বেকাল্ কারীমে;

৬। (এসব নছীহত শুনার পরও) হে মানব (= কাফের), কিসে তোমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে তোমার পরমদাতা রব হইতে?—

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ

ল্লাজী খালাকাকা ফাছাওঅ-কা ফাআদালাকা; ফী— আইয়্যে ছুরাতেম্ মা- শা—আ

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমন্বিত করিয়াছেন, পরিমিত করিয়াছেন ৮। ও (সৃষ্টি, সমন্বয় ও পরিমাণ ইত্যাদিতে তোমরা পরস্পর সামঞ্জস্য-শীল হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে অপরের অনুরূপ না করিয়া) আপন ইচ্ছা অনুযায়ী রূপে সংগঠিত করিয়াছেন।—

رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۞ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۞

রাক্কাবাক্। কাল্লা- বাল্ তোকাজ্জেবূনা বেদ্দীনে; অ ইন্না আলায়্কুম্ লাহা-ফেজীনা;

৯। না, না, (তোমরা ভুলের মধ্যে নও;) বরং তোমরা বিচার-দিবসকে মিথ্যা জানিতেছ। (সাবধান, তোমাদের এ-আচরণ কেয়ামতে গোপন থাকিবে না। কারণ) ১০। তোমাদের উপর স্মারক (=ফেরেশ্তা)গণ নিয়োজিত আছে—

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۞ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۞

কেরা-মান্ কা-তেবীন্; ইয়া'লামূনা মা- তাফ্আলূন্। ইন্নাল্ আব্‌রা-রা লাফী নায়ীম্।

১১। সম্মানিত লিখনজ্ঞ (স্মারক); ১২। তোমরা যাহা কিছু কর, তাহারা জানিতে পায় (এবং লিখিয়া লয়) (আর তদনুযায়ী পরকালে) ১৩। নিশ্চয়ই নেককারগণ বেহেশ্তে বাস করিবে

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۞ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۞ وَمَا هُمْ

অ ইন্নাল্ ফোজ্জা-রা লাফী জাহীম্; ইয়াছ্লাওনাহা- ইয়্যাওমাদ্দীন্। অমা- হুম্

১৪। এবং বদকারগণ দোজখে অবস্থান করিবে। ১৫। তাহারা উহাতে বিচার-দিবসে প্রবেশ করিবে ১৬। আর তাহারা

عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۞ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۞ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ

আন্হা- বেগা—এবীন্। অমা--- আদ্‌রা-কা মা- ইয়্যাওমো দ্দীন্; ছুম্মা মা--- আদ্‌রা-কা

(কখনও) উহা হইতে অপসৃত হইতে পারিবে না। ১৭। (হে মোহাম্মদ,) কিসে তোমাকে অবহিত করিল, (=তুমি কি জান,) বিচার-দিবস কি ? ১৮। পুনশ্চ—কিসে তোমাকে অবহিত করিল,

---

مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ

মা- ইয়্যাওমো দ্দীন্। ইয়্যাওমা লা- তাম্লেকো নাফ্ছোল্ লেনাফ্ছেন্

বিচার-দিবস কি ?—১৯। (তাহা হইতেছে,) যে দিবস কোন আত্মা (অপর) কোন আত্মার (ভালমন্দ) কিছুরই অধিকারী হইবে না।

شَيْـًٔا ۚ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۞

শায়্আন্, অল্ আম্‌রো ইয়্যাওমাএজেল্ লিল্লা-হ্। ৫

সেদিন হুকুম চালনা (কেবল) আল্লারই (আয়ত্তে থাকিবে)।

রুকু ৫ ৭ ১

এনফেতার—ইহার ৯ম আয়ত ৬ষ্ঠ আয়তের সহিত সম্পর্কিত।

৮৩ ছূরা—তাতফীফ মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৩৬ আয়ত ও ১ রুকু।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ

অয়্‌লুল্লিল্‌ মোত্বাফ্‌ফেফীনা; ল্লাজীনা এজা কৃতা-লু আলা ন্না-ছে ইয়্যাছ্‌তাওফূন্‌

১। আফসোস কম প্রদানকারীদের জন্য— ২। যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার কালে পূরা আদায় করে,

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ

অ এজা- কা-লু হুম্‌ আও অযানূহুম্‌ ইয়্যোখ্‌ছেরূন্‌। আলা- ইয়্যাজোন্নো উলা—একা আন্নাহুম্‌

৩। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে (=লোকদিগকে) মাপিয়া বা ওজন করিয়া দিবার কালে কম প্রদান করে। (ইহার ফলাফল সম্পর্কে তারা এত বেপরওয়া কেন?) ৪। তারা কি ধারণাই করে না যে, নিশ্চয়ই তারা

مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ

মাব্‌উসূনা; লেইয়্যাওমেন্‌ আজিমেই; ইয়্যাওমা ইয়্যাকুমো ন্না-ছো লে-রাব্বিল্‌ আ'-লামীন্‌।

(ফলাফল ভোগের জন্য) পুনরায় উত্থাপিত হইবে ৫। ভীষণ এক দিবসে—৬। যে দিবস সমস্ত মানব সর্ব্বজগতের রবের নিকট দণ্ডায়মান হইবে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۗ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۗ

কাল্লা— ইন্না কেতা-বাল্‌ ফোজ্জা-রে লাফী ছেজ্জীন্‌। অমা— আদ্‌রা-কা মা-ছেজ্জীন্‌।

৭। না, না, (তা ঠিক নহে; বরং ফলাফল ভোগের জন্য তারা পুনরায় উত্থাপিত হইবেই এবং) কাফেরদের আমলনামা (যাহা দেখিয়া ফলাফল প্রদত্ত হইবে) "ছিজ্জীনে"র মধ্যে থাকিবে। ৮। আর কিসে তোমাকে অবহিত করিল (=তুমি কি জান), "ছিজ্জীন" কি?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۗ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ

কেতা-বোম্‌ মারকূম্‌। অয়্‌লুই ইয়্যাওমাএজিল্‌ লিল্‌ মোকাজ্জেবীনা; ল্লাজীনা

৯। (উহা হইতেছে) লিখিত (অন্যার্থে মোহরকৃত) এক দফতর। ১০। সেদিন (=কেয়ামতের দিন) মহাদুর্ভোগ সেই অবিশ্বাসকারীদের, ১১। যারা

يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۗ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ

ইয়্যোকাজ্জেবূনা বেইয়্যাওমে দ্দীন্‌। অমা- ইয়্যোকাজ্জেবো বেহী— ইল্লা- কুল্লো মো'তাদিন্‌

বিচারের দিনকে মিথ্যা মনে করে—১২। আর উহাকে মিথ্যা মনে করে না সীমাতিক্রমী,

أَثِيمٍ ۙ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۙ

আসীম্। এজা- তোৎলা- আলায়্হে আ-ইয়্যা-তোনা- ক্বা-লা আছা-ত্বীরোল্ আও্অলীন্।

গুনাহ্গার (ব্যক্তি) ব্যতীত। ১৩। (এবং) যখন তাহার নিকট আমাদের আয়তসমূহ পঠিত হয়, সে বলে, "(এসব ত) পূর্ব্ববর্ত্তীদের (মধ্যে প্রচলিত) কাহিনী।"

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ

কাল্লা- বাল্, রা-না আলা- ক্বুলূবেহিম্ মা- কা-নূ ইয়্যাক্ছেবূন্। কাল্লা— ইন্নাহুম্ আর্ রাব্বেহি

১৪। না, না, (তাদের এ মতবাদ ঠিক নহে এবং ইহার অনুকূলে তাদের কাছে কোন যুক্তিও নাই।) বরং তাদের (বদ) আমল তাদের দিলের উপর মরিচারূপে জমিয়া গিয়াছে। (তাই তাদের যুক্তিগ্রহণ ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে।) ১৫। না, না, (তাদের সে ধারণা ঠিক নহে।) তাদের রব (-এর দর্শন) হইতে তাদিগকে

يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۙ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ۙ ثُمَّ يُقَالُ

ইয়্যাও্মাএজেল্ লামাহ্জূবূন্। সুম্মা ইন্নাহুম্ লাছা-লোল্ জাহীম্। সুম্মা ইয়্যোক্বা-লো

সেদিন নিশ্চয়ই বিরত রাখা হইবে, ১৬। অতঃপর নিশ্চয়ই তাহারা দোজখে প্রবেশ করিবে, ১৭। তৎপর তাহাদিগকে বলা হইবে,

---

هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۙ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۙ

হা-জা ল্লাজী কোন্তম্ বিহী তোকাজ্জেবূন্। কাল্লা— ইন্না কেতা-বাল্ আব্‌রা-রে লাফী এল্লিয়্যীন্

"ইহা সেই (কর্ম্মফল), যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিতে।" ১৮। না, না, (তাদের এধারণাও ঠিক নহে যে, নেক আমলও নিষ্ফল ; বরং নেকীর ফলস্বরূপ) নেককারগণের আমলনামা "ইল্লীনে"র মধ্যে থাকিবে।—

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۙ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۙ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۙ

অমা— আদ্‌রা-কা মা- এল্লিয়্যুন্। কেতা-বোম্ মারক্বূমুই ; ইয়্যাশ্হাদোহোল্ মোকার্রাবূন্।

১৯। কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিবে, "ইল্লীন" কি ? ২০। (উহা হইতেছে) লিখিত (অন্যার্থে মোহরকৃত) এক দফতর ; ২১। ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্‌তাগণ উহাকে (সাগ্রহে) নিরীক্ষণ করে।—

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۙ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۙ تَعْرِفُ فِي

ইন্নাল্ আব্‌রা-রা লাফী নায়ীম্ ; আলাল্ আরা—একে ইয়ান্‌জোরূনা ; তা'রেফো ফী

২২। (আর) নেককারগণ ভোগবিলাসের মধ্যে, ২৩। পালঙ্কে বসিয়া, (বেহেশ্‌তের দৃশ্যাবলী) দর্শন-মগ্ন থাকিবে ; ২৪। তুমি স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিবে

তাতফীক—ইহার ২২নং আয়ত ১৮নং আয়তের সহিত সম্পর্কিত।

وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَٰمُهُ

বোজ্হেহিম্ নাদ্‌রাতান্ নায়ীম্। ইয়োছকাওনা মের্‌রাহীকেম্ মাখতূমেন্; খেতা-মোহূ
তাদের চেহরায় নেয়ামতের (লক্ষণবিশিষ্ট) তারুণ্যাভা। ২৫। তাহাদিগকে পান করানো হইবে মোহরকৃত বিশুদ্ধ মদ ২৬।—যাহার মোহর হইতেছে

مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ

মেছক্। অ ফী জা-লেকা ফাল্ইয়্যাতানা-ফাছেল্ মোতানা-ফেছুন্। অ মেযা-জোহূ
মেশক। উহারই প্রতি আগ্রহশীল হউক আগ্রহশীলগণ। ২৭। আর উহার মিশ্রণ হইতেছে

مِنْ تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

মেন্ তাছ্নীমেন্; আয়্নাই ইয়াশ্‌রাবো বেহাল্ মোকার্‌রাবূন্। ইন্না ল্লাজীনা আজ্‌রামূ
"তসনীম" হইতে; ২৮। (অর্থাৎ) সেই নহর হইতে, ঘনিষ্ঠ (বন্দা)গণ যাহা হইতে (নিয়ত) পান করিবে। ২৯। নিশ্চয়ই গুনাগারগণ (দুনিয়ায়)

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞

কা-নূ মেনা ল্লাজীনা আ-মানূ ইয়াদ্‌হাকূন্। অ এজা মার্‌রূ বেহিম্ ইয়াতাগ্বা-মাযুন্।
মোমেনদের প্রতি হাস্য করিত, ৩০। তাদের পাশ দিয়া গমনকালে পরস্পর চোখ ঠারিত,

---

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ

অ এজা নক্বালাবূ--এলা-- আহ্‌লেহেমো নক্বালাবূ ফাকেহীন্। অ এজা- রাআওহুম্ ক্বা-লূ-- ইন্না
৩১। আপন লোকদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনকালেও বিদ্রূপ সহকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ৩২। তাহাদিগকে দেখিয়া বলিত, "নিশ্চয়ই

هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۞ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۞ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ

হা—উলা—এ লাদ্বা—ল্লূনা; অমা-- ওর্‌ছেলূ আলায়্হিম্ হা-ফেজীন্। ফাল্ইয়্যাওমা ল্লাজীনা
ইহারা পথভ্রষ্ট।" ৩৩। বস্তুতঃ তাহারা ইহাদের রক্ষকরূপে প্রেরিত হয় নাই। ৩৪। তাই আজ (=কেয়ামত-দিবস)

آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۞

আ-মানূ মেনাল্ কোফ্‌ফা-রে ইয়াদ্‌হাকূনা; আলাল্ আরা—একে ইয়ান্জোরূন্।
মোমেনগণ কাফেরদের প্রতি হাস্য করিবে, ৩৫। পালঙ্কে থাকিয়া (কাফেরদের দুরবস্থা) অবলোকন করিতে থাকিবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞

হাল্ স্থুব্‌বেবাল্ কোফ্‌ফা-রো মা- কা-নূ ইয়াফ্‌আলূন্। ع
৩৬। (তখন বলা হইবে,) "কাফেরগণ আপন কাজের বদলা প্রদত্ত হইয়াছে কি?"

ع ৮ / ১ রুকু

৮৪ ছুরা—এন্‌শেকাক মক্কায় নাজেল হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	১ রুকু ও ইহতে ২৫ আয়ত।

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

এজাছ ছামা—ওন্‌শাক্‌কাৎ; অ আজেনাৎ লেরাব্বেহা- অ হোক্‌কাৎ; অ এজাল্‌ আরদ্বো মোদ্দাৎ;

১। (দ্বিতীয় ছুরধ্বনির পর) যখন আছমান ফাটিয়া যাইবে ২। আর আপন রবের কথা শুনিয়া (=মানিয়া) লইবে (=তন্মধ্যে কার্য্যকরী হইবে); বস্তুতঃ সে উহার উপযুক্ত ৩। আর যখন জমীনকে প্রসারিত করা হইবে

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

অ আল্‌কাৎ মা- ফীহা- অ তাখাল্লাৎ; অ আজেনাৎ লেরাব্বেহা- অ হোক্‌কাৎ।

৪। এবং সে তন্মধ্যস্থকে উৎক্ষেপ করিয়া শূন্য হইয়া যাইবে ৫। ও আপন রবের হুকুম শুনিয়া (=মানিয়া) লইবে; বস্তুতঃ সে উহার উপযুক্ত

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا

ইয়া— আয়্‌ইয়োহাল্‌ এন্‌ছা-নো ইন্নাকা কা-দেহোন্‌ এলা- রাব্বেকা কাদ্‌হান্‌

৬। (তখন) হে মানব, নিশ্চয় তুমি (যে) তোমার রবের নিকট পৌছা পর্য্যন্ত (=আমরণ) চেষ্টায় নিয়োজিত আছ

فَمُلَاقِيهِ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ

ফামোলা-কীহ্‌। ফাআম্মা- মান্‌ উতেয়্যা কেতা-বাহু বেইয়্যামীনেহী; ফাছাওফা

উহার (ফলাফলের) সহিত তুমি পুনঃমিলিত হইবে; ৭। ফলে যাহাকে তাহার ডানহাতে আমলনামা প্রদত্ত হইবে, ৮। সে সত্বরই

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

ইয়োহা-ছাবো হেছা-বাই ইয়াছীরাও; অ ইয়ান্‌কালেবো এলা-- আহ্‌লেহী মাছ্‌রূরা-।

সহজ নিকাশে নিকাশিত হইবে ৯। এবং (হিসাবান্তে) আপন লোকদের কাছে সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে;

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝

অ আম্মা- মান্‌ উতেয়্যা কেতা-বাহু অরা-—আ জাহ্‌রেহী; ফাছাওফা ইয়াদ্‌উ ছোবূরাও;

১০। আর যাহাকে তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে আমলনামা প্রদত্ত হইবে, ১১। সে মৃত্যুকে আহ্বান করিবে

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۚ اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۚ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۚ

অইয়্যাছ্‌লা- ছায়ীরা-। ইন্নাহূ কা-না ফী-- আহ্‌লেহী মাছ্‌রূরা-। ইন্নাহূ জান্না আল্‌লাই য়্যাহূরা

১২। এবং দোজখে প্রবেশ করিবে। ১৩। (পক্ষান্তরে) আপন লোকদের মধ্যে (দুনিয়াতে) সে ব্যক্তি আনন্দিত ছিল। ১৪। সে ভাবিত, (আল্লার কাছে) সে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۚ فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ وَالَّيْلِ

বালা—, ইন্না রাব্বাহূ কা-না বেহী বাছীরা-। ফালা ওক্‌ছেমো বেশ্‌ শাফাকে; অ ল্লায়্‌লে

১৫। না (=সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেই); নিশ্চয়ই তাহার রব তাহার প্রতি দৃষ্টিশীল ছিলেন। (সুতরাং তাদের কৃতকার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী।) ১৬। তাই আমি কছম করিতেছি (=করিয়া বলিতেছি) সূর্য্যাস্তকালীন রক্তিম আভার, ১৭। রাত্রের,

وَمَا وَسَقَ ۙ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۙ

অমা অছাকা; অল্‌ ক্বামারে এজা ত্তাছাকা; লাতার্‌কাবোন্না ত্বাবাকান্‌ আন্‌ ত্বাবাক্‌।

রাত্র যাহা সংগ্রহ করে তাহার (=রাত্রে বিশ্রামরত প্রাণিগণের) ১৮। এবং চাঁদের যখন উহা পূর্ণত্ব লাভ করে—১৯। নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে (শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা-মৃত্যু ইত্যাদি অবস্থান্তরের দিকে) আরোহণ করিতে থাকিবে।

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ

ফামা লাহুম্‌ লা- ইয়্যো'মেনূনা; অ এজা- ক্বোরেআ আলায়্‌হেমোল্‌ ক্বোর্‌আ-নো

২০। অতএব (=এই পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা সত্বেও) তাদের কি হইল যে, তারা ঈমান আনে না ২১। আর (এমন কি) যখন তাদের কাছে কোরআন পঠিত হয়,

لَا يَسْجُدُوْنَ ۚ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

লা- ইয়্যাছ্‌জোদূন্‌। বালি ল্লাজীনা কাফারূ ইয়্যোকাজ্জেবুন্‌। অ ল্লা-হো আ'লামো বেমা-

(তখনও) নত হয় না; ২২। বরং (তৎস্থলে) কাফেরগণ (কোরআনকে) মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করে। ২৩। আর আল্লাহ্‌ বিশেষভাবে অবহিত আছেন

يُوْعُوْنَ ۚ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ইউ'য়ূন্‌। ফাবাশ্‌শের্‌ হুম্‌ বেআজা-বেন্‌ আলীম্‌। ইল্লা ল্লাজীনা আ-মানু

ইহাদের সঞ্চয় (=অপকর্ম্মসমূহ) সম্পর্কে। ২৪। অতএব তাহাদিগকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর—২৫। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۙ

অ আমেলোছ্‌ ছা-লেহা-তে লাহুম্‌ আজ্‌রোন্‌ গায়্‌রো মাম্‌নূন্‌। ع

এবং সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহাদের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।

السجدة

ع ١٩ ١ রুকু

৮৫ ছুরা—বুরুজ মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ২২ আয়ত ও ১ রুকু।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۙ قُتِلَ

অছ্ছামা--এ জা-তিল্ বুরুজ্জে; অল্ইয়্যাওমেল্মাওউদে; অ শা-হেদেঙ্অ মাশ্হুদ। কোতেলা

১। কছম বুরুজ (=রাশি)সমূহ সমন্বিত আছমানের, ২। প্রতিশ্রুত দিবসের (=কেয়ামতের), ৩। উপস্থিত ও উপস্থাপিতের (=জুমা ও আরফাত দিবসের)—৪। অভিশপ্ত হইয়াছে

اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ

আছ্হা-বোল্ ওখ্দুদেন; না-রে-জা-তিল্ অকূদে; এজ্হুম্ আলায়্হা- কোউদোঙ্;

গহ্বরওয়ালাগণ ৫।—বহু-ইন্ধনযুক্ত আগুনওয়ালাগণ ৬। যখন তাহারা উহার পাশে উপবিষ্ট ছিল ৭। ও

বুরুজ—মক্কার কাফেরগণ নবদীক্ষিত মুছলমানদিগের ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিত। রছুলে-খোদা (দঃ) মুছলমানদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতেন যে, একদিন তোমাদের প্রতি কৃত অপমানের প্রতিশোধ তোমরা লইবে। হুজুরের এবম্প্রকার উক্তিতে কাফেরগণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহকারে বলে যে, "এই অপদস্থ কাঙ্গালদিগের কি সাধ্য যে, আমাদের সহিত প্রতিশোধ লয়! যদি আমাদের সম্মান ও উহাদের অপদস্থতা খোদার নিকট নির্দ্ধারিত না থাকিত, তবে কেন তিনি আমাদিগকে উহাদের উপর প্রভাবশালী করিলেন? অতএব সকল সময়ে, সকল যুগে খোদার কৃপাদৃষ্টি আমাদেরই উপর রহিয়াছে; আর অপমান, নির্য্যাতন, দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট উহাদেরই ভাগ্যে। কাফেরদিগের এবম্প্রকার উক্তির উত্তরে অত্র ছুরা নাজেল হয়।
—ফতহোল আজীজ।

* * *

"আছহাবে অখদুদ" সম্পর্কে বহু হাদীছ আছে। ছহী মোছলেম বর্ণিত হাদীছের সারমর্ম এই:—

এক কাফের বাদশাহ তাহার গণকের কাছে একটি বালককে শিক্ষালাভের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল। বালকটির যাতায়াত পথে একজন রাহেব (=নাছারাদের আলেম) ছিলেন। (উহা নাছারা ধর্ম্মের জমানা ছিল।) বালকটি গোপনে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়ে।

একদা বালকটি দেখিতে পাইল, পথিমধ্যে একটি ব্যাঘ্র লোকদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। তখন সে উহাকে এই বলিয়া একটি পাথর মারিল, "হে আল্লা, যদি রাহেব সত্য হয়, তবে এই পাথরের আঘাতে ব্যাঘ্রটি নিহত হউক, আর যদি গণক সত্য হয়, তবে নাহউক।" ইহাতে ব্যাঘ্রটি মারা যায়। অতঃপর একজন অন্ধও তাহার দোয়ায় চক্ষুলাভ করতঃ নাছারা ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

বাদশাহ তাহা জানিয়া রাহেব ও নূতন নাছারাটিকে হত্যা করিয়া ফেলে। এবং বালকটিকে হত্যার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। তখন বালকটি বলিল, "আমাকে 'বিছমিল্লাহ' বলিয়া তীর মারুন, তবেই আমি মারা যাইব।" তদনুযায়ী তাহাকে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে সে কানে হাত দেওয়া অবস্থায় ছিল।

এই ঘটনার পর বহুলোক নাছারা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়ে। তখন বাদশাহের আদেশে বিরাট এক গর্ত্ত খনন করতঃ তন্মধ্যে জালানী কাষ্ঠ ভর্ত্তি করিয়া ভীষণ এক অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করা হয়। বাদশাহ সপরিষদ উপস্থিত থাকিয়া নাছারাগণকে (ঐতিহাসিক মোঃ ইবনে ইছহাকের মতে প্রায় ২০হাজার) উহাতে নিক্ষেপ করতঃ তামাশা দর্শন করে। ঐতিহাসিক তাবারার মতে, উক্ত বাদশাহের নাম জুনওয়াছ; সে ইহুদী এবং এমনের বাদশাহ ছিল। অবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী নিয়োজিত আবরাহার হাতে সে পরাজিত ও নিহত হয়। (অতঃপর এই আবরাহাই কাবাশরীফ ধ্বংস করিতে যাইয়া ধ্বংস হইয়াছিল। ছুরা ফীল দ্রঃ।) তৎকালীন আরবদের মধ্যে এঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও বিদ্যমান ছিল।

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ ইবনে ইছহাক বলেন, হজরত ওমরের সময় উক্ত বালকটির লাশ "কানে হাত দেওয়া" ও রক্ত-বহা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বালকটির নাম আবদুল্লা ইবনে তামের ছিল।

وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۞ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ

অ হুম্ আলা- মা- য়্যাফ্‌আলূনা বিল্ মো'মেনীনা শোহূদ্। অমা- নাক্বামূ- মেন্‌হুম্ ইল্লা— আঁই

মোমেনদের উপর তাহাদের (উৎপীড়নযুক্ত) আচরণ প্রত্যক্ষ করিতেছিল; ৮। ৯। বস্তুতঃ তাহাদের (= মোমেনদের) প্রতি ইহারা বিদ্বেষ পোষণ করে নাই—(মোমেনগণ)

يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

ইয়ো্যমেনূ বিল্লা-হেল্ আযীযেল্ হামিদে ল্লাজী লাহূ মোল্‌কোছ্ ছামা-অ-তে অল্ আরদ্বে।

পরাক্রান্ত, প্রশংসিত আছমান-জমীনের অধিকারী আল্লার উপর ঈমান আনয়নের জন্য ব্যতীত (অন্য কোন কারণে)।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ

অ ল্লা-হো আলা- কুল্লে শায়্‌এন্ শাহীদ্। ইন্না ল্লাজীনা ফাতানোল্ মো'মেনীনা

অথচ আল্লাহ্ সবকিছুর উপর অবহিত আছেন। ১০। যাহারা মোমেন নর-নারীদিগকে কষ্ট দিয়াছে,

وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

অল্ মো'মেনাতে সুম্মা লাম্ ইয়্যাতূবূ ফালাহুম্ আজা-বো জ্বাহান্নামা অ লাহুম্

পরে তওবাও করে নাই, তাদের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে দোজখের শাস্তি। আরও তাদের জন্য আছে

عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ

আজা-বোল্ হারীক্ব। ইন্না ল্লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছ্ ছালেহা-তে লাহুম্ জ্বান্না-তোন্

জলন্ত শাস্তি। ১১। আর নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে, তাদের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে (বেহেশ্‌তে এমন) বাগানসমূহ,

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۞ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۞ اِنَّ بَطْشَ

তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আন্‌হা-র। জা-লেকাল্ ফাওযোল্ কাবীর্। ইন্না বাত্ব্‌শা

যাহার তলদিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। ইহা হইতেছে বিরাট-সাফল্য। ১২। নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও

رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۞ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۞

রাব্বেকা লাশাদীদ্। ইন্নাহূ হুঅ ইয়ো্যবদেয়ো অ ইয়োয়ীদ্। অ হুঅল্ গাফুরোল্ অদূদো;

অতীব কঠোর। ১৩। তিনিই সৃষ্টি করেন এবং পুনঃ সৃষ্টি করিবেন। ১৪। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۞ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۞

জোল্ আর্‌শেল্ মাজ্জীদ্ ; ফা'আ-লোল্ লেমা- ইয়োরীদ্। হাল্ আতা-কা হাদীসোল্ জোনূদে ;

১৫। আরশের অধিপতি, মহান ১৬। ও আপন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ কাজে পরিণতকারী। (যথাঃ) ১৭। তোমার কাছে কি বর্ণনা আসিয়াছে (কঠোরভাবে আক্রান্ত ও শাস্তিপ্রদত্ত) সেই লশকরদিগের—

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۞ وَاللَّهُ

ফের্‌আও্‌না অ সামূদ্। বালি ল্লাজীনা কাফারূ ফী তাক্‌জীবেঙ্ ; অ ল্লা-হো

১৮। ফেরআওন ও ছামূদের ? (=নিশ্চয়ই আসিয়াছে।) (উক্তরূপ ঘটনাসমূহ জানিবার পরেও কাফেরগণ সংযত হয় নাই ;) ১৯। বরং এই কাফেরগণ (কোরআন ও তদ্‌বর্ণিত বিষয় সমূহের প্রতি) অসত্যারোপেই মশগুল আছে। ২০। আর (পরিণামে তারা ইহার ফলভোগ করিবেই। কারণ) আল্লাহ্

مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۞ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۞

মেঙ্ অরা—এহিম্ মোহীত্ব। বাল্ হুঅ কোরআ-নোম্ মাজ্জীদোন্ ; ফী লাওহেম্ মাহ্‌ফুজ। ع

তাদের পশ্চাৎ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। (বস্তুতঃ উহা অবিশ্বাসযোগ্য নহে ;) ২১। বরং উহা মহামান্য কোরআন, ২২। (যাহা) "লওহে মাহ্‌ফুজে"র (=সুরক্ষিত ফলকের) মধ্যে (লিপিবদ্ধ)।

ع ১০ / ১ রুকু

৮৬ ছুরা—তারেক মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ১ রুকু ও ১৭ আয়ত।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ إِنْ كُلُّ

অছ্ ছামা—এ অ ত্বা-রেকে ; অমা— আদ্‌রা-কা মা ত্বা-রেকূন্ ; নাজ্‌মোস্ সা-কেবো ; ইন্ কুল্লো

১। কছম আছমানের ও "তারেকের" (=নিশাচারীর), ২। আর কিসে তোমাকে অবহিত করিবে, "তারেক" কি ? ৩। (উহা) জ্বলন্ত তারকা,—৪। এমন কোনও

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞

নাফ্‌ছে ল্লাম্মা- আলায়্‌হা- হা-ফেজ। ফাল্‌ইয়ান্‌জোরেল এন্‌ছা-নো মেম্মা- খোলেক্।

লোক নাই, যাহার উপর (তার কার্য্যাবলীর) কোন সংরক্ষক (ফেরেশ্‌তা) নাই। ৫। অতএব (মানবের উচিত, কেয়ামতের ভয় করা। যদি তাতে সন্দেহ হয়, তবে) মানবের চিন্তা করা উচিত, তাহাকে কি হইতে সৃজিত করা হইয়াছে।

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۞ إِنَّهُ

খোলেক্বা মেম্মা—এন্ দা-ফেক্বেই ইয়্যাখ্‌রোজ্জো মেম্ বায়্‌নেছ্ ছোল্‌বে অ ত্তারা—এব্। ইন্নাহু

৬। তাহাকে সৃজিত করা হইয়াছে বেগবান পানি (=বীর্য্য) হইতে, ৭। (যাহা) পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশের মধ্য হইতে নির্গত হয়। (যিনি এমন স্রষ্টা,) ৮। তিনি

عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ

আলা রাজ্‌এহী লাক্বা-দের। ইয়াওমা তোব্‌লাছ্‌ ছারা—এরো ; ফামা- লাহু মেন্‌ ক্বুঅতেঙ

তাহাকে (সেদিন) পুনঃ সৃষ্টি করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ, ৯। যেদিন গুপ্ত তত্ত্বসমূহ পরীক্ষিত হইবে ১০। এবং (আজাবকে রোধ করার মত) না (তাহার) শক্তি হইবে,

وَّلَا نَاصِرٍ ۝ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ

অলা-না-ছের্‌। অছ্‌ ছামা—এজা-তে র্‌রাজ্‌এ; অল্‌ আর্‌দ্বে জা-তেছ্‌ ছাদ্‌এ ; ইন্নাহু লাক্বাও্‌লোন্‌

না, সহায়ক। ১১। কছম বারিবর্ষী আছমানের ও ১২। (অঙ্কুরাদি উদ্গমকালে) বিদরণশীল জমীনের ১৩। উহা (=পুনরুত্থাপন সম্পর্কিত উপরোক্ত বর্ণনা)

فَصْلٌ ۝ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝ وَّاَكِيْدُ

ফাছ্‌লোঙ ; অমা- হুঅ বিল্‌ হায্‌লে। ইন্নাহুম্‌ ইয়াকীদূনা কায়্‌দাঙ ; অ আকীদো

খাটি কথা ; ১৪। উহা প্রলাপ নহে। ১৫। (তবু) ইহারা বিভিন্নরূপ ছলনা করিতেছে, ১৬। আমিও (প্রতিফলদানরূপ) ছলনা করিতেছি।

كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝ ع

কায়্‌দা-। ফামাহ্‌হেলিল্‌ কা-ফেরীনা আম্‌হেল্‌ হুম্‌ রোওয়্‌দা-। ع

১৭। অতএব কাফেরদিগকে অবকাশ দাও—কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও।

ع ১৭/১ রুকু

৮৭ ছুরা— আলা মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ১৮ আয়ত ও রুকু ১

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝

ছাব্বেহে ছ্‌মা রাব্বেকাল্‌ আ'লা ; ল্লাজী খালাক্বা ফাছাও্‌অ- ; অ ল্লাজী ক্বাদ্দারা ফাহাদা- ;

১। পবিত্রতা বর্ণনা কর তোমার মহান রবের নামের ;—২। যিনি পয়দা করিয়াছেন ও (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ) যথাযথ সংস্থাপন করিয়াছেন, ৩। (প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ) নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ও (তাহা ভোগের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ;

وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝ سَنُقْرِئُكَ

অ ল্লাজী— অখ্‌রাজাল্‌ মার্‌আ-; ফাজাআলাহু গোসা—আন্‌ আহ্‌অ-। ছানোক্ব-রেওকা

৪। যিনি (জমিন হইতে) ঘাসের চারা বাহির করিয়াছেন, ৫। অতঃপর উহাকে শুষ্ক মলীন করিয়াছেন ;— ৬। কারণ অচিরেই আমরা তোমাকে পাঠ করাইব (=তোমার স্মরণে রাখিব) কোরআনকে ;

আলা—নবুয়ৎ প্রাপ্তির পর বড় বড় ছুরা অবতীর্ণ হইতে থাকিলে নবীয়ে করীম (দঃ) শিক্ষাভাব হেতু পাছে কিছু ভুলিয়া যান এবং তজ্জন্য দীন এছলামের ক্ষতি হয়, এই ভাবনায় অস্থির ছিলেন। অত্র ছুরা

فَلَا تَنْسَىٰٓ ۙ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۙ

ফালা- তান্ছা— ইল্লা- মা- শা—আ ল্লা-হ্। ইন্নাহূ ইয়া'লামোল্ জাহ্‌রা অ মা- ইয়াখ্‌ফা-।

ফলে তুমি (উহার কোন অংশ) বিস্মৃত হইবে না, ৭। আল্লাহ্ যাহা (ভুলাইতে) চাহিবেন তাহা ব্যতীত। (এই ভুলান-না-ভুলানর কারণ তিনিই জানেন। কারণ) তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবহিত আছেন।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۚ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۙ سَيَذَّكَّرُ

অ নোয়্যাছ্‌ছেরোকা লিল্ ইয়োছ্‌রা-। ফাজাক্কের্ ইন্ নাফাআ'তেজ্ জেক্‌রা-। ছায়্যাজ্জাক্কারো

৮। আর আমরা তোমাকে সহজ বিষয়ে (=কোরআনের নির্দ্দেশ পালনে) সহায়তাও করিব। ৯। অতএব তুমি (অপরকেও তদ্বিষয়ে) নছীহত কর—যদি নছীহত ফলপ্রসূ (হইবে বলিয়া মনে) হয়। ১০। নিশ্চয়ই নছীহত গ্রহণ করিবে

مَنْ يَخْشَىٰ ۙ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۙ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۚ

মাই ইয়্যাখ্‌শা- ; অ ইয়্যাতাজান্নাবোহাল্ আশ্‌কা ; ল্লাজী ইয়্যাছ্‌লান্ না-রাল কোব্‌রা-।

(আল্লাহ্) ভীরু ব্যক্তি। ১১। পক্ষান্তরে উহা হইতে সরিয়া থাকিবে সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি, ১২। যে ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ;

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۙ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۙ

সুম্মা লা- ইয়্যামূতো ফীহা- অ লা- ইয়্যাহ্‌ইয়্যা-। কাদ্ আফ্‌লাহা মান্ তাযাক্কা ;

১৩। অতঃপর সে উহাতে না মরিবে, না, (সুখের বাঁচন) বাঁচিবে। ১৪। (পক্ষান্তরে) সাফল্যলাভ করিয়াছে (খোদাভীরুগণ, অর্থাৎ) যাহারা (নছীহত শুনিয়া) পাক হইয়াছে (নাজাছত ও গুনা হইতে),

---

সম্পূর্ণ নাজেল হওয়ার পর হইতে তাঁহার সে চিন্তা দূরীভূত হয়। রছুলে আকরম (দঃ) এই ছুরাটীতে নিরতিশয় ফেরেফ্‌তা ছিলেন এবং বেতের ও জুমার নামাজের প্রথম রেকাতে ইহা পাঠ করিতেন।

* * *

ইহার ৬ষ্ঠ আয়তটি ১ম আয়তের সহিত সম্পর্কিত। —ফৎহোল আজীজ।

* * *

৯নং আয়তে মনে হইতে পারে, নছীহতের জন্য শর্ত্ত কেন? বিশেষতঃ হজরত (দঃ) যখন সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত, তাঁহার পক্ষে কাহাকেও কাহাকেও নছীহত না করা কি করিয়া সম্ভব?

নছীহত (উপদেশ) ও তবলীগ (প্রচার) এক নহে। স্বীকারকারী-অস্বীকারকারী সকলের কাছেই করিতে হয় প্রচার। উপদেশ দিতে হয় শুধু স্বীকারকারীকেই—যাহার মধ্যে প্রচার কার্য্যকরী হইয়াছে বা যে পূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত আছে। —হক্কানী

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۚ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ وَالْاٰخِرَةُ

অ জাকারাছ্‌মা রাব্বেহী ফাছাল্লা-। বাল্ তো'সেরূনাল্ হায়া-তাদ্ ছুনয়া-; অল্ আ-খেরাতো

১৫। আল্লার নাম এয়াদ করিয়াছে ও নামাজ আদায় করিয়াছে। (কিন্তু হে কাফেরগণ, তা' না করিয়া) ১৬। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করিতেছ। ১৭। বস্তুতঃ পরকাল (তদপেক্ষা) বহুগুণে

خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۚ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۚ

খাঁয়রোঙ্ অ আব্‌ক্বা-। ইন্না হা-জা- লাফেছ্ ছোহোফেল্ উলা-;

উত্তম ও স্থায়ী। ১৮। নিশ্চয়ই ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ছহীফাসমূহে (-ও)—

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۚ

ছোহোফে ইব্‌রা-হীমা অ মূছা-। ৪

ইব্রাহীম ও মূছার ছহীফাসমূহে (-ও বর্ণিত) আছে।

৪ / ১২ / ৯ রুকু

৮৮ ছূরা—গাশিয়া
মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

ইহাতে ২৬ আয়ত
ও
১ রুকু।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۚ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۚ

হাল্ আতা-কা হাদিসোল্ গা-শেইয়্যাহ্? -বুজুহুই ইয়্যাও্‌মাএজেন্ খা-শেআ'তোন্;

১। (হে মোহাম্মদ,) তোমার কাছে সেই সর্ব্বব্যাপক ঘটনার (=কেয়ামতের) বিবরণ পৌছিয়াছে কি? ২। সেদিন বহু চেহরা লাঞ্ছনা,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۚ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۚ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ

আ-মেলাতোন্ না-ছেবাতোন্; তাছ্‌লা- না-রান্ হা-মেইয়্যাতান্; তোছ্‌ক্বা- মেন্ আয়্‌নেন্

৩। বিপদ ও ক্লান্তি (চিহ্ন)-যুক্ত হইবে, ৪। জলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে, ৫। ফুটন্ত ঝরণা হইতে পান-করানো হইবে;

اٰنِيَةٍ ۚ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۚ لَّا يُسْمِنُ وَلَا

আ-নেয়্যাহ্। লায়্‌ছা লাহুম্ ত্বাআ'মোন্ ইল্লা- মেন্ দ্বারিয়েল্; লা- ইয়োছ্‌মেনো অলা-

৬। তাদের খাদ্য হইবে একমাত্র "জরী" (=কাঁটাযুক্ত তৃণবিশেষ)—৭। (উহা) না পুষ্টিসাধন করিবে, না,

يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۚ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۚ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۚ

ইয়োগ্‌নী মেন্ জু-এ। বুজুহুই ইয়্যাওমাএজেন্ না-য়েমাতো; লে-ছা'য়েহা- রা-দ্বেয়াতোন্

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। ৮। (পক্ষান্তরে) বহু চেহরা সেদিন নেয়ামত ভোগ ৯। ও আপন (নেক) কাজের জন্য সন্তুষ্টি (লক্ষণ)-যুক্ত হইবে;

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۙ فِيْهَا عَيْنٌ

ফী জান্নাতেন্ আ-লেয়্যাতে ; লা- তাছ্মায়ো ফীহা- লা-গেয়্যাহ্। ফীহা- আয়্নোন্,

১০। এমন উত্তম বেহেশ্তে অবস্থান করিবে, ১১। যেখানে বাহুল্য কথা শুনিবে না,
১২। যেখানে থাকিবে প্রবাহমান নহর,

جَارِيَةٌ ۘ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۙ

জা-রেয়্যাহ্॥ ফীহা- ছোরোরোম্ মার্ফূআতোঙ ; অ আক্ত-বোম্ মাওদ্বূয়াতোঙ্ ;

১৩। যেখানে থাকিবে—উচ্চ আসনসমূহ, ১৪। সংস্থাপিত পেয়ালাসমূহ,

وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۙ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۘ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ

অ নামা-রেকো মাছ্ফূফাতোঙ ; অ যারা-বীয়্যো মাব্সূসাহ্। আফালা- ইয়ান্জোরূনা

১৫। সারিবন্দী বালিশসমূহ ১৬। ও বিছাইয়া রাখা শয্যাদ্রব্যসমূহ। ১৭। কিহে, তারা (=কেয়ামত অবিশ্বাসকারিগণ) কি লক্ষ্য করে না।

اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۟ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۟ وَاِلَى الْجِبَالِ

এলাল্ এবেলে কায়্ফা খোলেকাৎ ; অ এলাছ্ ছামা--এ কায়্ফা রোফেআৎ ; অএলাল্ জ্বেবা-লে

উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ; ১৮। আছমানের দিকে, কিভাবে উহাকে উচ্চ করা হইয়াছে ; ১৯। পাহাড়সমূহের দিকে,

كَيْفَ نُصِبَتْ ۟ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۟ فَذَكِّرْ ۟ اِنَّمَآ اَنْتَ

কায়্ফা নোছেবাৎ ; অ এলাল্ আরদ্বে কায়্ফা ছোত্বেহাৎ। ফাজাক্কের, ইন্নামা— আন্তা

কি প্রকারে সেগুলিকে স্থাপন করা হইয়াছে ২০। আর ভূমণ্ডলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিছানো হইয়াছে ? (এসব ব্যাপার অহরহ তারা দেখিতেছে। আর কেয়ামত এসবের চেয়ে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তবু যদি তারা কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে, করুক। তাতে তোমার কোন দায়িত্ব নাই।)
২১। অতঃপর তুমি (কেবল) উপদেশ দিতে থাক,—(কেন না) শুধু তুমি মানুষের প্রতি

مُذَكِّرٌ ۘ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۙ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۙ

মোজাক্কের। লাছ্তা আলায়্হিম্ বেমোছায়্ত্বেরেন্ ; ইল্লা- মান্ তাঅল্লা- অ কাফারা ;

একজন উপদেষ্টা মাত্র—২২। তাদের উপর জবরদস্তীকারী নও ; ২৩। কিন্তু যে মুখ ফিরায় ও ধর্মদ্রোহী হয় ;

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۘ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۙ

ফাইয়োআ'জ্জেবোহো ল্লা-হোল্ আজা-বাল্ আক্বার্। ইন্না এলায়্না— এয়্যা-বাহুম্ ;

২৪। কেন না আল্লাহ্ তাহাকে কঠোরভাবে শাস্তি দিবেন। ২৫। নিশ্চয়ই আমাদেরই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন,

وقف لازم

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

ছুম্মা ইন্না আলায়্‌না- হেছা-বাহুম্‌।

২৬। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণও আমাদেরই উপর (অতএব তাদের বাঁচিবার কোনো উপায়ই নাই)।

ع
১০
৯
রুকু

৮৯ ছুরা—ফজর
মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছমিল্লা-হির্‌রাহ্‌ মা-নির্‌রাহীম্‌।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

হইতে ৩০ আয়ত।
ও
১ রুকু।

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝

অল্‌ ফাজ্‌রে ; অ লায়্যা-লেন্‌ আশ্‌রেঙ্‌ ; অশ্‌ শাফ্‌এ অল্‌ অৎরে ; অল্লায়্‌লে এজা-য়্যাছ্‌রে।

১। কছম ফজরের, ২। (জিলহজের প্রথম) দশরাতের, ৩। জোড় ও বিজোড়ের (=জিলহজের ১০ম ও ৯ম রাতের) ৪। ও চলন্ত রাতের,—

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

হাল্‌ ফী জা-লেকা কাছামো ল্লেজী হেজ্‌রে। আলাম্‌ তারা কায়্‌ফা ফাআলা রাব্বোকা

৫। ইহাতে কি অভিজ্ঞ লোকের জন্য (উপযুক্ত) কছম আছে ? (=আছে।) ৬। তুমি কি দেখ নাই, তোমার রব কি করিয়াছিলেন

بِعَادٍ ۝ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

বেআ-দেন্‌ ; এরামা জা-তিল্‌ এমা-দে ; ল্লাতী লাম্‌ ইয়োখ্‌লাক্‌ মেছ্‌লোহা- ফিল্‌ বেলা-দে ;

স্তম্ভসদৃশ আদ ৭। (অর্থাৎ) এরম (সম্প্রদায়)এর সহিত, ৮। যাদের সমকক্ষ (সম্প্রদায়) কোন শহরে সৃষ্টি করা হয় নাই ;

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝ الَّذِيْنَ

অ সামূদা ল্লাজীনা জা-বোছ্‌ ছাখ্‌রা বিল্‌ অ-দে ; অ ফের্‌আওনা জিল্‌ আও্‌তা-দে ; ল্লাজীনা

৯। আর ছামূদ (সম্প্রদায়)এর সহিত, যাহারা প্রান্তরে বৃহৎ প্রস্তর খনন করিত ; ১০। আর কীলক-ওয়ালা (=হাতে পায়ে কীলক মারিয়া শাস্তিদাতা) ফেরআওনের সহিত ? (নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে,) ১১। যাহারা

طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ

তাগাও ফিল্‌ বেলা-দ ; ফাআক্‌সারূ ফী-হাল্‌ ফাছা-দা ; ফাছ ব্বা আলায়্‌হিম্‌ রাব্বোকা

নগরসমূহে ঔদ্ধত্য করিয়াছে ১২। পরে অধিক মাত্রায় উপদ্রব করিয়াছে, ১৩। (তার) ফলে তোমার রব তাদের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন

ফজর—হজরত নূহ তনয় ছামের পুত্রের নাম এরম। এরমের এক পুত্রের নাম আছ আর এক পুত্রের নাম আবের। আছের পুত্র আদ ও আবেরের পুত্র ছামূদ। সুতরাং এরম আদ ও ছামূদের দাদা। তাই আদ সম্প্রদায়কে দাদার নামে এরম সম্প্রদায়ও বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ আদ সম্প্রদায়—পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী—দুই ভাগে বিভক্ত। আদকে এরম বলাতে পূর্ব্ববর্ত্তীদের দিকে ইঙ্গিত বুঝাইতেছে।

—রূহোল মাআনী।

* * *

سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ

ছাওত্বা আজা-বেন্; ইন্না রাব্বাকা লাবিল্ মেরছা-দ্। ফাআম্মাল্ এন্ছা-নো

শাস্তির কশাঘাত।—(তদ্রূপ সদাসর্ব্বদা) ১৪। তোমার রব যাতে আছেন। ১৫। কিন্তু (উদ্ধত) মানব (এমনই যে,)

إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

এজা- মাব্তালা-হো রাব্বোহূ ফাআক্রামাহূ অ না'আমাহূ; ফাইয়্যাকূলো রাব্বী— আক্রামান্

যখন তাহার রব তাহাকে পরীক্ষা করেন, (অর্থাৎ) সম্মান ও নেয়ামত দান করেন, তখন সে বলিতে থাকে, "আমার রব আমাকে (আমার যোগ্য সম্মানে) সম্মানিত করিয়াছেন";

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

অ আম্মা— এজা- মাব্তালা-হো ফাক্বাদারা আলায়্হে রেয্ক্বাহূ; ফাইয়্যাকূলো রাব্বী—আহা-নান্।

১৬। পক্ষান্তরে যখন তিনি তাহাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন, (অর্থাৎ) তার উপর তার রিজিককে সঙ্কুচিত করিয়া দেন, তখন সে বলিতে থাকে, "আমার রব (অন্যায়ভাবে) আমাকে হেয় করিয়াছেন।"

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

কাল্লা- বাল্ লা- তোক্রেমূনাল্ ইয়্যাতীমা; অলা- তাহা—দ্দূনা আলা- ত্বাআ'-মেল্ মিছ্কীনে;

১৭। না; না, (রিজিক সঙ্কোচ হেয়তা নহে;) বরং তোমরা (যে) এতীমকে আদর কর না, ১৮। মিছকীন ভোজনে উৎসাহ দাও না,

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

অ তা-কোলূনা ত্তোরা-ছা আক্লা ল্লাম্মাঙ্; অ তোহেব্বূনাল্ মা-লা হোব্বান্ জ্বাম্মা-।

১৯। মৃতের সম্পত্তি (একাই) সম্যক ভোগ করিয়া থাক ২০। এবং মাল-দওলতের প্রতি অতিমাত্রায় মহব্বত রাখ (, এসবই হেয়তা)।

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

কাল্লা—এজা- দোক্কাতেল্ আর্দ্বো দাক্কান্ দাক্কাঙ্; অজ্বা—আ রাব্বোকা অল্ মালাকো

২১। না, না, (তোমাদের এসব কার্য্যকলাপ নিষ্ফল নহে।) যখন জমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতঃ সমতল করা হইবে ২২। এবং তোমার রব ও সারিবদ্ধ ফেরেশ্তাগণ (হাশর মাঠে) আগমন করিবেন

صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ

ছফ্ফান্ ছফ্ফা-। অজ্বী—আ ইয়্যাওমাএজেম্ বেজ্বাহান্নামা ইয়্যাওমাএজেই ইয়্যাতাজাক্কারোল্

২৩। এবং ঐদিন দোজখকে আনয়ন করা হইবে, সেদিন (উদ্ধত) মানব উপদেশ গ্রহণ (=পালন) করিতে চাহিবে;

১৪নং আয়তটি ৪নং আয়তের সহিত সম্পর্কিত।

الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۞ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۞

এনছা-নো অ আন্না-লাহো জ্জেক্‌রা-। ইয়্যাক্‌লো ইয়্যা-লায়্‌তানী কাদ্দাম্‌তো লেহাইয়্যা-তী।

বস্তুতঃ (তখন) উপদেশ গ্রহণের সময় কোথায়? ২৪। সে বলিতে থাকিবে, "আফ্‌ছোছ-! যদি আমার (এই) জীবনের জন্য (কিছু নেকী) প্রেরণ করিতাম!"

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗ اَحَدٌ ۞ وَّلَا يُوْثِقُ

ফাইয়্যাওমাএজেল্‌ লা- ইয়োআ'জ্জেবো আজা-বাহু—আহাদোঙ্‌ অলা- ইয়ুসেক্কো

২৫। কেননা সেদিন (এমন কঠোর যে,) না তাঁর (সেদিনকার) শাস্তির মত কেহ শাস্তি দিতে পারে, ২৬। না, তাঁর অবরোধের মত কেহ অবরোধ করিতে পারে।

وَثَاقَهٗ اَحَدٌ ۞ يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ

অসা-কাহু--আহাদ্‌। ইয়্যা—আইয়্যাতোহা ন্নাফ ছোল্‌ মোত্বমাএন্নাতো; র্‌জ্জেঈ-- এলা- রাব্বেকে

(সেদিন নেককারকে বলা হইবে,) ২৭। "হে নিরুদ্বেগ আত্মা! ২৮। তোমার রবের (রহমতের) দিকে গমন কর—

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۞ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۞

রা-দ্বেইয়্যাতাম্‌ মারদ্বিইয়্যাহ্‌। ফাদ্‌খুলী ফী এবা-দী; অ দ্‌খুলী জ্জান্নাতী।

সন্তুষ্ট ও সন্তোষপ্রাপ্তভাবে; ২৯। অতঃপর আমার (নেক) বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও ৩০। ও আমার (বেহেশ্‌তের) বাগানে প্রবেশ কর।"

৫ ১৪/১ রুকু

৯০ ছুরা—বালাদ মক্কায় নাজেল হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	১ রুকু ও ইহাতে ২০ আয়ত

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۞ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۞ وَوَالِدٍ

লা ওক্‌ছেমো বেহা-জাল বালাদে; অ আন্তা হেল্‌লুম্‌ বেহা-জাল্‌ বালাদে; অ অ-লেদেঙ্‌

১। আমি কছম করিতেছি এই শহরের (=মক্কার),—২। বস্তুতঃ তুমি (বিজয়ীরূপে) উহাতে প্রবেশ করিবে,—৩। জনক ও

وَّمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ۞ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ

অমা- অলাদা; লাক্বাদ্‌ খালাক্‌নাল্‌ এন্‌ছা-না ফী কাবাদ্‌। আ ইয়্যাহ্‌ছাবো আল্‌ লাঁই

জনিতের—৪। নিশ্চয়ই আমরা মানবকে কষ্টের মধ্যে (বিব্রত করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছি (তা সত্বেও কাফের আল্লার কাছে নত হয় না।) ৫। সে কি মনে করে যে,

يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝

ইয়াক্‌দেরা আলায়্‌হে আহাদ্‌॥ ইয়াক্‌লো আহ্‌লাক্‌তো মা-লাল্‌ লোবাদা।
তার উপর কেহই ক্ষমতাবান হইবে না ?—৬। সে বলে, "আমি অফুরন্ত মাল ব্যয় করিয়াছি।"

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝

আ ইয়্যাহ্‌ছাবো আল্‌ লাম্‌ ইয়্যারাহু— আহাদ্‌। আলাম্‌ নাজ্‌আল্লাহু আয়্‌নায়্‌নে ;
৭। সে কি মনে করে যে, কেহ তাহাকে (=ব্যয়কে) দর্শন করে নাই ? ৮। আমরা কি তার জন্য বানাই নাই—দুইটি চোখ,

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

অ লেছা-নাঙ্‌ অ শাফাতায়্‌নে ; অ হাদায়্‌না-হোন্‌ নাজ্‌দায়েন্‌। ফালাক্‌তাহামাল্‌ আক্কাবাহ্‌।
৯। একটি জিহ্বা ও দুইটি ওষ্ঠ ? (=বানাইয়াছি) ১০। এবং তাহাকে (ভালমন্দ) পথদ্বয় দেখাইয়াছি। ১১। অথচ না সে "আকাবা" (ধর্ম্মের ঘাঁটি) হইয়া অতিক্রম করিয়াছে ;—

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ

অমা— আদ্‌রা-কা মাল্‌ আক্কাবাহ্‌। ফাক্কো রাক্কাবাতেন্‌ ; আও্‌এত্‌আ-মোন্‌ ফী ইয়্যাওমে
১২। আর কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল, আকাবা কি ? (আকাবা হইতেছে) ১৩। কারও গর্দ্দানকে (দাসত্ব হইতে) মুক্ত করা, ১৪। অথবা দুর্ভিক্ষকালে

ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

জী মাছ্‌গাবাতেই ; ইয়্যাতীমান্‌ জা- মাক্‌রাবাতেন্‌ ; আও্‌মেছ্‌কীনান্‌ জা- মাৎরাবাহ্‌।
১৫। এতীম আত্মীয় ১৬। বা ধুলায়িত কাঙ্গালকে অন্নদান করা ;—

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

সুম্মা কা-না মেনা ল্লাজীনা আ-মানূ অ তাও-ছাও্‌ বিছ্‌ছাব্‌রে অ তাও-ছাও বিল্‌ মার্‌হামাহ্‌।
১৭। আর (না, সে) মোমেন, পরস্পরকে সহনশীলতার উদেষ্টা ও পরস্পরকে সহানুভূতির উপদেষ্টাগণের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ

উলা—একা আছ্‌হা-বোল্‌ মায়্‌মানাহ্‌। অ ল্লাজীনা কাফারু বেআ-য়্যা-তেনা হুম্‌ আছ্‌হা-বোল্‌
১৮। ইহারা হইতেছে ভাগ্যবান। ১৯। আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরোধী, তারা হইতেছে

الْمَشْئَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝

মাশ্‌আমাহ্‌। আলায়্‌হিম্‌ না-রোম্‌ মো'ছাদাহ্‌। ৪
হতভাগ্য ; ২০। তাদের উপর রুদ্ধদ্বার অগ্নি পরিবেষ্টিত থাকিবে।

৪ ১৫ ১ রুকু

বালাদ—ইহার ১৭নং আয়তটি ১১নং আয়তের সহিত সম্পর্কিত।

৯১ ছূরা—শামস মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ১৫ আয়ত ও রুকু ১

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝

অশ্‌ শামছে অ দ্বোহা-হা- ; অল্‌ ক্বামারে এজা- তালা-হা- ; অন্‌ নাহারে এজা-জ্বাল্লা-হা- ;

১। কছম সূর্য্য ও উহার জ্যোতির, ২। (কছম) চন্দ্রের যখন উহাকে অনুসরণ করে, ৩। দিবসের যখন উহাকে প্রকাশিত করে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

অ ল্লায়লে এজা- ইয়্যাগ্‌শা-হা- ; অছ্‌ছামা—এ অমা- বানা-হা- ; অল্‌ আরদ্বে অমা- ত্বহা-হা- ;

৪। রাতের যখন উহাকে আচ্ছন্ন করে, ৫। (কছম) আকাশ ও উহার সংগঠনের, ৬। জমীন ও উহার সংস্থাপনের,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝

অ নাফ্‌ছেও্‌ অমা- ছাও অ-হা- ; ফাআল্‌হামাহা- ফোজ্‌রাহা- অ তাক্‌অ-হা- ;

৭। আত্মা ও উহার সুবিন্যাসের, ৮। তন্মধ্যে পাপপুণ্যের অনুভূতি প্রদানের,—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ

ক্বাদ্‌ আফ্‌লাহা মান যাক্কা-হা- ; অ ক্বাদ্‌ খা-বা মান্‌ দাছ্‌ছা-হা-। কাজ্জাবাৎ সামূদো

৯। আর আত্মাকে বিশুদ্ধকারী সফলকাম হইবে ১০। এবং উহাকে (পাপে) আচ্ছন্নকারী বিফলকাম হইবে (,—হে কাফেরগণ ! নিশ্চয়ই ছামূদ জাতির মত তোমরাও অভিশপ্ত ও ধ্বংস হইবে)। ১১। ছামূদ (ছালেহ নবীকে) অবিশ্বাস করিয়াছিল

بِطَغْوٰهَآ ۝ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ

বে-তাগ্‌অ-হা- ; এজেম্বাআসা আশ্‌ক্বা-হা- ; ফাক্বা-লা লাহুম্‌ রাছুলো ল্লা-হে না-ক্বাতা ল্লা-হে

স্বীয় ঔদ্ধত্যবশতঃ। (তার বিবরণ এই যে,) ১২। যখন তাদের দুষ্টতম ব্যক্তি (উষ্ট্রীকে হত্যা করিতে) উদ্যোগী হইল, ১৩। তখন আল্লার রছুল (=ছালেহ্‌) তাদিগকে বলিল, "আল্লার উষ্ট্রী

وَسُقْيٰهَا ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۝ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

অ ছোক্‌ইয়া-হা-। ফাকাজ্জাবূহো ফাআক্বারূহা- ; ফাদাম্‌দামা আলায়্‌হিম্‌ রাব্বোহুম্‌

ও উহার পানি পান হইতে সাবধান।" তবুও ১৪। তাহারা তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া উহাকে হত্যা করিল। তখন তাদের উপর তাদের রব ধ্বংস অবতীর্ণ করিলেন

بِذَنۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

বেজাম্বিহিম্ ফাছাওআ-হা- ; অলা- ইয়্যাখা-ফো ওক্‌বা-হা- । ع

তাদের পাপের ফলে এবং উহাকে (=ধ্বংসকে) ব্যাপক করিয়া দিলেন। ১৫। বস্তুতঃ তিনি উহার পরিণতি সম্পর্কে কোনরূপ পরওয়া করেন না।

৬ ১৬/১ রুকু

৯২ ছুরা—লায়ল মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ২১ আয়ত ও ১ রুকু।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰۤى ۝

অল্লায়লে এজা- ইয়্যাগ্‌শা- ; অন্নাহা-রে এজা- তাজাল্লা- ; অমা- খালাক্বা জ্জাকারা অল্ ওন্‌সা--

১। কছম রাতের যখন (জগৎকে) আচ্ছন্ন করে, ২। দিবসের যখন (জগৎকে) আলোকিত করে ৩। ও নর-নারী সৃষ্টির—

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝

ইন্না ছা'য়্যাকুম্ লাশাত্তা- । ফাআম্মা- মান্ আ'ত্বা- অ ত্তাক্বা- ; অ ছাদ্দাক্বা বিল্ হোছ্‌না-

৪। নিশ্চয়ই তোমাদের চেষ্টা বিভিন্ন ধরণের। ৫। ফলে, যে দান করে, (আল্লাকে) ভয় করে ৬। এবং উত্তমের প্রতি সমর্থন জানায়,

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝ وَكَذَّبَ

ফাছানোয়্যাছ্‌ছেরোহূ লিল্ ইয়্যোছ্‌রা- । অ আম্মা- মাম্বাখেলা অ ছ্‌তাগ্‌না- অ কাজ্জাবা

৭। আমরা তাহাকে (আল্লার বা বেহেশ্‌তের) সহজ পথের তওফীক দান করিব ; ৮। পক্ষান্তরে যে (কর্ত্তব্যে) কার্পণ্য করে, (নিজকে আল্লা হইতে) বে-মোহ্‌তাজ মনে করে ৯। এবং মিথ্যারোপ করে

بِالْحُسْنٰى ۝ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ

বিল্ হোছ্‌না- ; ফাছানোয়্যাছ্‌ছেরোহূ লিল্ ওছ্‌রা- । অমা- ইয়্যোগ্‌নী আন্‌হো মালোহূ--

উত্তমের প্রতি, ১০। আমরা তাহাকে (আল্লার খেলাফ বা দোজখের) সঙ্কটজনক পথের তওফীক দান করিব ; ১১। বস্তুতঃ তাহার মাল তাহার কোন কাজে আসিবে না,

اِذَا تَرَدّٰى ۝ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝

এজা- তারাদ্দা- । ইন্না আলায়্‌না- লাল্‌হোদা- । অ ইন্না লানা- লাল্‌আ-খেরাতা অল্ উলা- ।

যখন সে বিপর্য্যস্ত হইবে। ১২। নিশ্চয়ই (তোমাদিগকে) হেদায়েত করা আমাদের দায়িত্ব ১৩। আর তোমাদের পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী (অবস্থা) আমাদের আয়ত্তে ;

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ لَا يَصْلٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۙ الَّذِيْ

ফাআন্‌জার্‌তোকুম্ না-রান্ তালাজ্জা-। লা- ইয়্যাছ্‌লা-হা— ইল্লাল্ আশ্‌কা ; ল্লাজী

১৪। তাই আমরা তোমাদিগকে সেই স্ফুলিঙ্গবর্ষী আগুনের ভয় প্রদর্শন করিলাম, ১৫। যাহাতে (কেহই) প্রবেশ করিবে না সেই হতভাগ্য ব্যতীত, ১৬। যে

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۗ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۙ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ

কাজ্জাবা অ তাওল্লা-। অ ছাইয়্যোজান্নাবোহাল্ আৎকা ; ল্লাজী ইয়্যো'তী মা-লাহু

(সত্য ধর্ম্মকে) মিথ্যা জানিয়াছে ও মুখ ফিরাইয়াছে ; ১৭। পক্ষান্তরে সেই খোদাভীরু ব্যক্তিকে উহা হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইবে, ১৮। যে আপন মালকে দান করে,

يَتَزَكّٰى ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ

ইয়্যাতাযাক্কা-। অমা- লেআহাদেন্ এন্দাহু মেন্ নে'মাতেন্ তোজ্‌যা--; ইল্লাব্‌তেগা--আ অজ্‌হে

(শুধু এই উদ্দেশ্যে,) যেন সে (গুনা হইতে) পাক হয় ; ১৯। বস্তুতঃ তাহার কাছে কাহারও কোন অনুগ্রহ নাই যে, (এই দান দ্বারা) উহাকে শোধ করা হইতেছে। ২০। বরং (তাহার এই দান) শুধু তাহার মহান রবের সন্তুষ্টির জন্যই।

رَبِّهِ الْأَعْلٰى ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۙ

রাব্বেহিল্ আ'লা- ; অ লাছাও্‌ফা ইয়্যার্‌দ্বা-৫

২১। আর সত্বরই আনন্দিত হইবে সে (মতান্তরে হইবেন তিনি)।

৫
১৭
১
রুকু

৯৩ ছুরা—দোহা
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

এই ছুরায় ২য় রুকু
ও
১০ আয়ত।

وَالضُّحٰى ۙ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ

অ দ্দোহা- অ ল্লায়্‌লে এজা- ছাজা- ; মা- অদ্দাআকা রাব্বোকা অমা- কালা-।

১। কছম দিবালোকের ২। এবং রাতের যখন আচ্ছন্ন করে—৩। তোমার রব না তোমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, না, (তোমার প্রতি) বিরূপ হইয়াছেন।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلٰى ۙ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ

অ লাল্‌আখেরাতো খায়্‌রো ল্লাকা মেনাল্ উলা-। অ লাছাও্‌ফা ইয়ো'ত্বীকা রাব্বোকা

৪। বস্তুতঃ তোমার পরবর্ত্তী (অবস্থা) পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা উত্তম ৫। এবং সত্বরই তোমার রব তোমাকে (প্রচুর নেয়ামত) দান করিবেন,

দোহা—একবার হজরত (দঃ) অসুস্থতাবশতঃ ২।৩ রাত তাহাজ্জদ পড়িতে উঠেন নাই। তখন এক কাফের নারী বলিল, "বোধ হয় তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে।" তখন কয়েকদিন অহীও বন্ধছিল, তাই অপর মোশরেকগণও বলিতে লাগিল, "তাহার রব তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।" তৎপ্রসঙ্গে এই ছুরাটি অবতীর্ণ।
—দোরুরে মনছুর

فَتَرْضٰى ۞ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۞

ফাতার্দ্বা-। আলাম্ ইয়্যাজেদ্‌কা য়্যাতীমান্ ফাআ-অ-। অ অজ্বাদাকা দ্বা—ল্লান্ ফাহাদা-

তখন তুমি আনন্দিত হইবে। (তার প্রমাণ:) ৬। তিনি (প্রথমে) তোমাকে এতীম পান নাই কি? (=পাইয়াছিলেন,) পরে আশ্রয় দিয়াছেন; ৭। পথহারা পাইয়াছিলেন, পরে পথ দেখাইয়াছেন;

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۞ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۞

অ অজ্বাদাকা আ—এলান্ ফাআগ্‌না- ফাআম্মাল্ ইয়্যাতীমা, ফালা- তাক্‌হার্

৮। আর কাঙ্গাল পাইয়াছিলেন, পরে ধনী করিয়াছেন। ৯। সুতরাং (তুমি নিরাশ না হইয়া আশান্বিত হইও এবং শোকর:কর, অর্থাৎ) এতীমের প্রতি ক্রোধান্বিত হও না,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ ع

অ আম্মাছ্ ছা—এলা ফালা- তান্‌হার্। অআম্মা- বেনে'মাতে রাব্বেকা ফাহাদ্দেস্। ع

১০। প্রার্থীর প্রতি ধমক দিও না ১১। এবং তোমার রবের নেয়ামত বর্ণনা করিতে থাকে।

ع ৯৮ | ১ রুকু

৯৪ ছুরা—এন্‌শেরাহ মক্কায় নাজেল হয়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৮ আয়ত ও ১ রুকু

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۞ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ

আলাম্ নাশ্‌রাহ্ লাকা ছদ্‌রাকা; অ অদ্বা'না- আন্‌কা বেয্‌রাকা; ল্লাজী—আন্‌কাদ্বা

১। আমরা কি তোমার হিতার্থ তোমার বক্ষকে (জ্ঞানবুদ্ধিতে) প্রশস্ত করিয়া দিই নাই? (=দিয়াছি,) ২। তোমা হইতে নামাইয়া দিয়াছি সেই ভার, ৩। যাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল

ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

জাহ্‌রাকা; অ রাফা'না- লাকা জেক্‌রাক্। ফাইন্না মাআল্ ওছ্‌রে ইয়্যোছ্‌রান্;

তোমার পৃষ্ঠকে ৪। এবং তোমার (গৌরবের) জন্য উঁচু (=উন্নত ও মশহুর) করিয়াছি তোমার চর্চ্চাকে।—(ইহা তোমার কৃচ্ছ্র সাধনার ফল।) ৫। কেননা, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই সুখ আছে;

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞

ইন্না মাআল্ ওছ্‌রে ইয়্যোছ্‌রা-। ফাএজা- ফারাগ্‌তা ফান্‌ছাব্;

৬। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই আরও সুখ আছে।—৭। অতএব যখন অবসর লাভ কর, (এবাদতে) প্রবৃত্ত হও

ع ৯৯ | ১ রুকু ৫০২

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞ ع

অ এলা- রাব্বেকা ফার্‌গ্বাব্। ع

৮। এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই দিকে মনোনিবেশ কর।

৯৫ ছুরা—তীন মক্কায় অবতীর্ণ হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছমিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ১ রুকু এবং ৮ আয়ত।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ

অত্তীনে অয্‌যায়তূনে ; অ তুরে ছীনীনা ; অহা-জাল্ বালাদেল্ আমীন্।

১। কছম আঙ্গির, জয়তুন, ২। তুরে-সীনীন ও ৩। এই নিরাপদ শহরের (=মক্কার)—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۙ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ

লাক্বাদ্ খালাক্ব্‌নাল্ এন্‌ছা-না ফী—আহ্‌ছানে তাক্ববীম্। সুম্মা রাদাদ্‌না-হো আছ্‌ফালা

৪। নিশ্চয়ই আমরা মানবকে উত্তম ছাঁচে গড়িয়াছি, ৫। অতঃপর (বৃদ্ধকালে) তাহাকে (=মানবকে) নিকৃষ্টতমে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি

سٰفِلِيْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ

ছা-ফেলীন ; ইল্লা ল্লাজীনা আ-মানূ অ আমেলোছ্‌ ছা-লেহা-তে ফালাহুম্ আজ্‌রোন্

৬। মোমেন ও নেককার (মানবকে)-কে ব্যতীত ; কেননা তাহাদের (মোমেন ও নেক মানবদের) জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার (সুতরাং তাহাদের বার্দ্ধক্যের নিকৃষ্টতাউপেক্ষণীয়)।

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۙ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۙ اَلَيْسَ اللّٰهُ

গায়্‌রো মামনূন্। ফামা- ইয়োকাজ্জেবোকা বা'দো বেদ্দীন্। আলায়্‌ছা ল্লা-হো

৭। অতঃপর (-ও হে মানব!) কিসে তোমাকে বিচার-দিবস সম্পর্কে অবিশ্বাসী বানাইতেছে!

بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۙ

বে-আহ্‌কামেল্ হা-কেমীন্।

৮। আল্লা কি সকল বিচারকের উপরি বিচারক নহেন? (=নিশ্চয়ই আল্লা মহা-বিচারক।)

ع ২০ ১ রুকু

৯৬ ছুরা—আলাক মক্কায় অবতীর্ণ হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ১৯ আয়ত। ১ রুকু।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

এক্‌রা' বিছমে রাব্বেকা ল্লাজী খালাক্বা। খালাক্বাল্ এনছা-না মেন্ আলাক্।

১। (হে মোহাম্মদ,) কোরআনকে পাঠ কর তোমার সেই রবের নামের সহিত (="বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলিয়া), যিনি (সমস্ত বস্তুকে) সৃষ্টি করিয়াছেন—২। মানুষকে জমাট রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ;

আল্লাক—এই ছুরার প্রথম ৫টি আয়তই সর্ব্বপ্রথম অহী। প্রথম অহী নাজেলের বিবরণ শেখায়নের হাদীছে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে :—

নবুয়ত প্রাপ্তির প্রাক্কালে হজরত স্বতঃই নির্জ্জনতা-প্রিয় হইয়া পড়েন তিনি হেরা গুহায় যাইয়া

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ

এক্‌রা' অ রাব্বোকাল্ আক্‌রামো ; ল্লাজী আল্লামা বিল্ ক্বালাম্ ; আল্লামাল্ ইন্‌ছা-না

৩। কোরআনকে পাঠ কর, বস্তুতঃ তোমার রব এমন দানশীল, ৪। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষাদান করিয়াছেন— ৫। (এমনকি বিনা কলমেও) মানুষকে জ্ঞানদান করিয়াছেন,

مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىۤ ۙ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ

মা- লাম্ ইয়্যা'লাম্। কাল্লা— ইন্নাল্ ইন্‌ছা-না লাইয়্যাত্‌গ্বা—আর্রাআ-হো ছ্‌তাগ্‌না-।

যাহা সে জানিত না। ৬। না, না, (কাফের তাতে কৃতজ্ঞ নহে ; বরং) মানব (=কাফের) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে—৭। নিজকে বে-মোহতাজ বলিয়া মনে করে।

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ

ইন্না এলা- রাব্বেকা র্রোজ্‌আ-। আ রাআয়্‌তা ল্লাজী ইয়্যান্‌হা- ; আব্‌দান্ এজা- ছাল্লা-।

(তা ঠিক নহে। কেন না) ৮। তোমার রবেরই দিকে (সকলের) প্রত্যাবর্ত্তন। (অতএব তাঁর মোহতাজী হইতে সে কখনও মুক্ত নহে।) ৯। ওহে বলত, যে বাধাদান করে ১০। একজন বান্দাকে (=মোহাম্মদকে), যখন সে নামাজ পড়ে !—

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ اَرَءَيْتَ

আ রাআয়্‌তা ইন্ কা-না আলাল্ হোদা- ; আও্ আমারা বেত্তাক্বওয়া-। আ রাআয়্‌তা

১১। বলত, যদি (বান্দা) ঠিক পথে চলিয়া থাকে ১২। বা পরহেজগারীর আদেশ দিয়া থাকে ; ১৩। বলত, (পক্ষান্তরে)

اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ

ইন্ কাজ্‌জাবা অ তাওআল্লা-। আলাম্ ইয়্যা'লাম্ বেআন্না ল্লা-হা য়্যারা-।

যদি (বাধাদাতা ঠিক পথকে) মিথ্যা বলিয়া থাকে এবং (পরহেজগারী হইতে) মুখ ফিরাইয়া থাকে ?— ১৪। সে কি জানে না যে, (তার কার্য্যকলাপকে) আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করিতেছেন ?

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ

কাল্লা- লাইল্লাম্ ইয়্যান্‌তাহে ; লানাছ্‌ফাআম্ বেন্না-ছেইয়্যাতে ; না-ছেইয়্যাতেন্ কা-জেবাতেন্

১৫ না, না, (বাধাদান তার উচিৎ নহে ;) যদি সে (তাহা হইতে) বিরত না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা (তাহাকে) ললাট কেশ ধরিয়া টানিব—১৬। মিথ্যা ও পাপে জড়িত ললাট-কেশ।

কয়েক রাত্রি করিয়া তথায় অবস্থান করিতেন। একদা অকস্মাৎ জিব্রাঈল (দঃ) শুভাগমন করতঃ তাঁহাকে বলিলেন, "পড়ুন"। তিনি বলিলেন, "আমি পড়া-জানা নহি।" তখন জিব্রাঈল (দঃ) তাঁহাকে সজোরে বুকে জড়াইয়া পরে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "পড়ুন"। তিনি পূর্ব্ববৎই উত্তর দিলেন। এই ভাবে ৩ বারের পর জিব্রাঈল (দঃ) প্রথম ৫টি আয়ত পাঠ করেন।

خَاطِئَةٍ ۚ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ كَلَّا ۖ

খা-ত্বেআহ্। ফাল্ ইয়্যাদ্‌ও না-দেইয়্যাহ; ছানাদ্‌ওয্ যাবা-নিয়াহ; কাল্লা-

১৭। তখন সে তাহার পরিষদকে আহ্বান করুক, ১৮। আমরা (-ও) দোজখ-রক্ষিগণকে আহ্বান করিব। ১৯। না, না,

لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

লা- তোত্বে'হো অ ছ্‌জোদ্ অ ক্তারেব্। ৫

তাহাকে (=তাহার বাধাকে) মানিও না এবং নামাজ পড়িতে থাক ও (আল্লার) নৈকট্য লাভে রত থাক।

৫ ২৯। ১ রুকু ছেজদাহ্

১৭ ছুরা—কদর
মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিছমিল্লা-হির্‌রাহ্ মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

এই ছুরায় ১ রুকু ও ৫ আয়ত।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ

ইন্না— আন্‌যাল্‌না-হো ফী লায়্‌লাতিল্ ক্বাদ্‌রে। অমা— আদ্‌রা-কা

১। আমরা উহাকে (=কোরআনকে) শবে কদরে অবতীর্ণ করিয়াছি। ২। আর কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল,

مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۙ

মা- লায়্‌লাতোল্ ক্বাদ্‌রে লায়্‌লাতোল্-ক্বাদ্‌রে; খায়্‌রোম্ মেন্ আল্‌ফে শাহ্‌র।

শবে কদর কেমন? ৩। শবে কদর সহস্র মাস হইতেও শ্রেষ্ঠ

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ

তানায্‌যালোল্ মালা—একাতো অ রূহো ফীহা- বেএজ্‌নে রাব্বেহিম্,

৪। তন্মধ্যে ফেরেশ্‌তাগণ ও রুহ (=জিব্রাঈল) তাদের রবের হুকুমে (জমীনে) অবতরণ করে

কদর—"কদর" অর্থ সম্মান। একরাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বপ্নে তাঁহার ওম্মতের বয়ক্রম ৬০।৭০ বৎসরে নিবদ্ধ থাকিবে জানিতে পারেন। পরদিবস "তাঁহার ওম্মত বাল্যজীবন, শ্রমজীবন, নিদ্রাজীবন, পীড়াজীবন বাদে এমন অধিক কি সময় পাইবে, যদ্দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ওম্মতগণের বয়স ও দীর্ঘ সাধনার তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে"—এই চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। তাঁহার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এই ছুরায় ঘোষণা করা হইতেছে— তোমার ওম্মতের এক "শব-কদর" সহস্র মাসের চেয়েও উত্তম। —ফৎহোল আজীজ।

* * *

অধিকাংশের মতে শবেকদর রমজানের শেষ দশ রাত; বিশেষতঃ উহার বেজোড় রাত সমূহের কোন এক রাত। অনেকে বলেন, ২৭তাং রাত। কেহ কেহ বলেন, বৎসরের যে-কোন রাতে ইহা ঘটিতে পারে।

مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۵

মেন্-কুল্লে আম্‌রেন্ ছালা-মোন্, হেইয়া হাত্তা- মাত্‌লায়েল্ ফাজ্‌রে। ৫

প্রত্যেক (উত্তম) বস্তুকে লইয়া। ৫। (উহা) শান্তি(-ময় এক রাত)। উহা ফজরের উদয় পর্য্যন্ত (এ অবস্থায়) থাকে।

৫ ২ ১ রুকু

৯৮ ছুরা—বাইয়্যেনাহ্ মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

ইহাতে ৮ আয়ত ও ১ রুকু।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ

লাম্ ইয়্যাকোনে ল্লাজীনা কাফারূ মেন্-আহ্‌লিল্ কেতা-বে অল্ মোশ্‌রেকীনা মোন্‌ফাক্কীনা

১। কেতাবী ও মোশরেক (সম্প্রদায়ের) কাফেরগণ (কাফেরী হইতে) বিচ্ছিন্ন হয় নাই,

حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا

হাত্তা- তা'তেইয়্যাহোমোল্ বাই্‌য়্যেনাতো; রাছুলোম্ মেনা ল্লা-হে ইয়্যাৎলূ

যে পর্য্যন্ত না তাদের কাছে আসিয়াছে স্পষ্ট প্রমাণ, ২। (অর্থাৎ) আল্লার নিকট হইতে এক জন রছুল, যিনি পাঠ করিতেন (তাদের কাছে)

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۵ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ

ছোহোফাম্ মোত্বাহ্‌হারাতান্; ফীহা- কোতোবোন্ ক্বাইয়্যেমাহ্। অমা- তাফার্‌রাক্বা ল্লাজীনা

পবিত্র ছহীফা-সমূহ, ৩। যাহাতে খাঁটি বিবরণসমূহ (লিপিবদ্ধ) আছে। ৪। বস্তুতঃ (মোমেন ও কাফেরে) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে

اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۵ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا

উতোল্ কেতা-বা ইল্লা- মেম্বা'দে মা-জা—আৎ হোমোল্ বাই্‌য়োনাহ্! অমা— ওমেরূ— ইল্লা-

কেতাবীগণ স্পষ্ট প্রমাণ আসিবার পরেই; ৫। অথচ (তাদের কেতাবেও) তারা আদিষ্ট হয় নাই এই ব্যতীত যে,

لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

লে-ইয়্যা'বোদো ল্লা-হা মোখ্‌লেছীনা লাহো দ্দীনা; হোনাফাআ-- অ ইয়্যোক্বীমোছ্'ছালা-তা

তাহারা—এবাদতকে আল্লার জন্য বিশুদ্ধ রাখিয়া ঐকান্তিকভাবে যেন আল্লাকে এবাদত করে, নামাজ আদায় করে

وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۵ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অ ইয়্যো'তোয্ যাকা-তা অ জা-লেকা দীনোল্ ক্বাইয়্যেমাহ্। ইন্না ল্লাজীনা কাফারূ

এবং জাকাত প্রদান করে, আর ইহা (এই রছুলের পঠিত) খাঁটি বর্ণনার(-ও) ব্যবস্থা। ৬। নিশ্চয়ই

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط

মেন্ আহ্‌লেল্- কেতা-বে অল্ মোশ্‌রেকীনা ফী না-রে জাহান্নামা খা-লেদীনা ফীহা- ।

কেতাবী ও মোশরেক (সম্প্রদায়ের) কাফেরগণ দোজখে প্রবেশ করিবে—উহাতে চিরবাসীরূপে।

اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

উলা—একা হুম শার্‌রোল্ বারিইয়্যাহ্। ইন্না ল্লাজীনা আ-মানূ অ আমেলোছ্ ছা-লেহা-তে

তারাই সৃষ্টির অধম। ৭। (পক্ষান্তরে) যাহারা মোমেন ও নেককার,

اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ

উলা—একা হুম্ খায়্‌রোল্ বারিইয়্যাহ। জাযা—য়োহুম্ এন্দা রাব্বেহিম্ জান্না-তো

তারাই সৃষ্টির উত্তম। ৮। তাদের রবের কাছে তাদের প্রতিফল হইতেছে চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান,

---

عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ

আদনেন্ তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আন্‌হা-রো খা-লেদীনা ফীহা- আবাদা-। রাদ্বেইয়া ল্লা-হো

যাহার তলদিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, তারা তাতে অনন্তকাল স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,

عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۚ

আন্‌হুম্ অ রাদ্বূ আন্‌হ্। জা-লেকা লেমান্ খাশেইয়া রাব্বাহ্। ৪

তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। ইহা তারই জন্য, যে তাহার রবকে ভয় করে।

৪ ২৩ ১ রুকু

---

৯৯ ছূরা—জেলজাল মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হিরাহ্‌মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৮ আয়ত ও ১ রুকু।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ

এজা- যোল্‌যেলাতিল্ আর্‌দ্বো যেল্‌যা-লাহা- ; অ আখ্‌রাজ্জাতেল্ আর্‌দ্বো আস্‌কা-লাহা-

১। (দ্বিতীয় ছুর-ধ্বনির সময়) যখন জমীন কঠিন আলোড়নে আলোড়িত হইবে, ২। জমীন তার ভার

(=অভ্যন্তরস্থ বস্তু) সমূহ উদ্‌গীরণ করিবে,

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ بِاَنَّ رَبَّكَ

অ কা-লাল্ এন্‌ছা-নো মা- লাহা-। ইয়্যাও্‌মাএজেন্ তোহাদ্দেসো আখ্‌বা-রাহা- বেআন্না রাব্বাক

৩। আর (তা দেখিয়া) মানব বলিবে : উহার কি হইল ? ৪। সেদিন (জমীন) তার (জ্ঞাত)

খবরসমূহ (সাক্ষ্যরূপে) বিবৃত করিবে, ৫। এজন্য যে, তোমার রব

اَوْحٰى لَهَا ۞ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۞ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۞

আওহা- লাহা-। ইয়্যাওমাএজেঁই ইয়্যাছ্দোরো ন্না-ছো আশ্তা-তাল্ লেইয়োরাও আ'মা-লাহুম্

(তজ্জন্য) তাহাকে আদেশ দিবেন। ৬। সেদিন মানবগণ তাদের কার্য্যলিপি (ফল) প্রদর্শিত হইবার জন্য দলে দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۞ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ

ফামাঁই ইয়া'মাল্ মেসকা-লা জার্রাতেন্ খায়্রাঁই ইয়্যারাহ্। অমাঁই ইয়া'মাল্

৭। ফলে যে (দুনিয়াতে) বিন্দুমাত্র নেককাজ করিবে, (তথায়) উহা দেখিতে পাইবে, ৮। আর যে

ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۞

মেসকা-লা জার্রাতেন্ শার্রাঁই ইয়্যারাহ্। ৫

বিন্দুমাত্র বদকাজ করিবে, উহা(-ও) দেখিতে পাইবে।

৫
২৪
—
৯
রুকু

১০০ ছুরা—আদিয়াত
মক্কায় নাজেল হয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

বিছ্মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

১ রুকু
ও
ইহতে ১১ আয়ত।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۞ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۞

অল্ আ-দেইয়্যা-তে দ্বব্হান্; ফাল্ মূরেইয়্যা-তে ক্বাদ্হান্; ফাল্ মোগ্বীরা-তে ছোব্হান্;

১। কছম হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধাওয়াকারী, ২। ক্ষুরাঘাতে অগ্নুৎ[illegible] ৩। প্রত্যুষে লুণ্ঠন (=আক্রমণ)-কারী,

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ

ফাআসার্না বেহী নাক্ব্আন্; ফাঅছাত্বনা বেহী জাম্আন্; ইন্নাল্ এন্ছা-না লেরাব্বেহী

৪। আর যারা তৎসঙ্গে ধূলি উড়ায় ও ৫। (শত্রু)দলে প্রবেশ করে (সেই যুদ্ধ-ঘোটকসমূহের)— ৬। নিশ্চয়ই মানব তার রবের প্রতি

لَكَنُوْدٌ ۞ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۞ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۞

লাকানূদ্; অ ইন্নাহূ আলা- জা-লেকা লাশাহীদ্। অ ইন্নাহূ লেহোব্বিল্ খায়্রে লাশাদীদ

বড়ই কৃতঘ্ন।—৭। আর ইহার উপর সে নিশ্চয়ই অবহিত অছে।—৮। এবং সে সম্পদ-প্রিয়তায় অত্যন্ত দৃঢ়।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۞

আ ফালা- ইয়া'লামো এজা- বো'সেরা মা- ফিল্ কোবূরে; অ হোছ্ছেলা মা-ফিছ্ছোদূরে;

৯। তবে কি সে জানেনা, যখন কবরস্থ (মোরদা)গণকে উত্থাপিত করা হইবে ১০। ও অন্তরস্থ (তত্ত্ব)-সমূহ প্রকাশিত করা হইবে,

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۚ

ইন্না রাব্বাহুম্ বেহিম্ ইয়্যাওমাএজেল্ লাখাবীর্। ع

১১। তাদের রব তাদের সম্পর্কে সেদিন সম্পূর্ণ অবহিত থাকিবেন।

ع ২৫ ৭ রুকু

১০১ ছুরা—কারেয়াহ্
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

বিছ্ মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্।
অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

ইহাতে ১১ আয়ত
ও
রুকু ১

اَلْقَارِعَةُ ۚ مَا الْقَارِعَةُ ۚ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۚ يَوْمَ

আল্ ক্বা-রেআতো ; মাল্ ক্বা-রেআহ্। অমা— আদ্‌রা-কা মাল্ ক্বারেআহ্। ইয়্যাওমা

১। "কারেয়া" (= খটখট কারী)। ২। কি সে "কারেয়া" ? ৩। আর কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল, কি সে "কারেয়া" ? (উহা সেই দিন ঘটিবে,) ৪। যে দিন

يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۚ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۚ

ইয়্যাকূনো ন্না-ছো কাল্ ফারা-শেল্ মাব্‌ছুসে ; অ তাকূনোল্ জেবা-লো কাল্ এহ্‌নিল্ মান্‌ফুশ্।

মানব বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হইবে ৫। আর পাহাড়সমূহ হইবে নানা রংএর ধুনিত পশমের মত।

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۚ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۚ وَاَمَّا مَنْ

ফাআম্মা- মান্ সাক্বোলাৎ মাওয়া-যীনোহূ ; ফাহোঅ ফী ঈশাতের রা-দ্বেয়্যাহ্। অ আম্মা- মান্

৬। অতঃপর যাহার (নেকীর) ওজন ভারী হইবে, ৭। সে সন্তোষজনক জীবনযাত্রায় থাকিবে ; ৮। আর যাহার

خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۚ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۚ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۚ

খাফ্‌ফাৎ মাওয়া-যীনোহূ ; ফাওম্মোহূ হা-বিয়্যাহ্। অমা— আদ্‌রা-কা মা- হেইয়্যাহ্-

(নেকীর) ওজন হাল্কা হইবে, ৯। তাহার মাতা (= আশ্রয়স্থল) হইবে "হাবিয়া"। ১০। এবং কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল, "হাবিয়া" কি ?

نَارٌ حَامِيَةٌ ۚ

না-রুন্ হা-মেইয়্যাহ্। ع

১১। (উহা) অত্যুত্তপ্ত অগ্নি (বিশেষ)।

ع ২৬ ৭ রুকু

১০২ ছুরা—তাকাছোর মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ৮ আয়ত

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

আল্‌হা-কোমো ত্তাকা-সোরো ; হাত্তা- যোর্‌তোমোল্‌ মাকা-বের। কাল্লা- ছাওফা তা'লামূন

১। প্রাচুর্য্যের নেশা তোমাদিগকে (দীনী কর্ত্তব্য হইতে) ভুলাইয়া রাখিয়াছে ২। এযাবৎ যে, তোমরা গোরস্তানসমূহের (=মৃত্যুর) সাক্ষাতে পৌছিয়াছ। ৩। না, না, (তা উচিৎ নয়।) সত্বরই (কবরে) তোমরা (উহার শোচনীয় পরিণতি) বুঝিতে পাইবে ;

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۙ

সুম্মা কাল্লা- ছাওফা তা'লামূন্‌। কাল্লা- লাও তা'লামূনা এল্‌মাল্‌ ইয়্যাকীন্‌।

৪। অতঃপর (ও বলি,) না, না, সত্বরই (হাশরে) তোমরা বুঝিতে পাইবে। ৫। না, না, যদি তোমরা বিশ্বাসের জ্ঞানে অনুভব করিতে (, তবে নিশ্চয়ই তোমরা এই নেশায় মত্ত হইতে না)!

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ

লাতারাবোন্নাল্‌ জাহীমা ; সুম্মা লাতারাবোন্নাহা- আয়্‌নাল্‌ ইয়্যাকীন্‌;

(জানিয়া রাখ,) ৬। নিশ্চয়ই তোমরা (তার ফলস্বরূপ) দোজখকে দেখিতে পাইবে ; ৭। অতঃপর তোমরা উহাকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতেও দেখিতে পাইবে।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۙ

সুম্মা লাতোছ্‌আলোন্না ইয়্যাওমাএজেন্‌ আনে ন্নায়ীম্‌। ع

৮। তারপর (দুনিয়াতে তোমাদিগকে প্রদত্ত) নেয়ামত সম্পর্কে সেদিন তোমরা জিজ্ঞাসিত (=বিচারিত) হইবে।

ع ২৭/১ রুকু

১০৩ ছুরা—আছর মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ৩ আয়ত

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অল্‌ আছ্‌রে ইন্নাল্‌ ইন্‌ছা-না লাফী খোছ্‌রেন্‌ ; ইল্লা ল্লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছ্‌ ছা-লেহা-তে

১। কছম জমানার, ২। নিশ্চয়ই মানব (বয়সের হ্রাসপ্রাপ্তি হেতু) ক্ষতির মধ্যে আছে— ৩। মোমেন, নেককার,

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ

অ তাঅ-ছাও বিল্‌ হাক্‌কে ; অ তাঅ ছাও বিছ্‌ ছাবরে। ع

পরস্পরকে ন্যায়ের উপদেষ্টা ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেষ্টাগণ ব্যতীত। (কারণ নেকীর দরুণ তাহাদের সে ক্ষতির পূরণ হইয়া বরং তারা লাভবান।)

ع ২৮/১ রুকু ৮০৮

১০৪ ছুরা—হোমাযাত মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ৯ আয়ত

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ

অয়লুল্লেকুল্লে হোমাযাতিল্লোমাযাতে; নিল্লাজী জামাআ মা-লাওঁ অ আদ্দাদাহূ; ইয়্যাহ্‌ছাবো

১। মহা অকল্যাণ প্রত্যেক (অসাক্ষাতে) নিন্দাকারী ও (সাক্ষাতে) বিদ্রূপকারীর, ২। যে মালকে সঞ্চয় করে এবং (মমতা ও খুশীতে) উহাকে গণনা করিতে থাকে, ৩। যেন সে মনে করে

اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ وَمَاۤ اَدْرٰكَ

অন্না মা-লাহূ—আখ্‌লাদাহ্‌। কাল্লা- লাইয়্যোম্বাজান্না ফিল্‌ হোত্বামাতে। অমা—আদ্‌রা-কা

যে, তাহার মাল তাহাকে চিরকাল (=চিরজীবী) রাখিবে। ৪। না, না, নিশ্চয়ই সে "হোতামায়" নিক্ষিপ্ত হইবে। ৫। আর কিসে তোমাকে জ্ঞাত করিল,

مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝

মাল্‌ হোত্বামাহ্‌। না-রো ল্লা-হিল্‌ মূকাদাতো; ল্লাতী তাত্ত্বালেয়ো আলাল্‌ আফ্‌য়েদাহ্‌।

"হোতামা" কি? ৬। (উহা) আল্লার এক আগুন—এমন প্রজ্জলিত, ৭। যাহা হৃদয়সমূহেও উদয় হইবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝ ع

ইন্নাহা- আলায়্‌হিম্‌ মো'ছদাতুন্‌; ফী আমাদিম্‌ মোমাদ্দাদাহ্‌। ع

৮। নিশ্চয়ই উহাকে [illegible] উপর পরিবেষ্টিত করা হইবে, ৯। (যেন তারা আগুনের) দীর্ঘ স্তম্ভ-সমূহের মধ্যে (পরিবেষ্টিত)।

ع ২৯ ১ রুকু

১০৫ ছুরা—ফীল মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ৫ আয়ত

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ

আলাম্‌ তারা কায়্‌ফা ফাআলা রাব্বোকা বেআছ্‌হা-বিল্‌ ফীল্‌। আলাম্‌ ইয়াজ্‌আল্‌

১। ওহে, তুমি কি দেখ নাই—তোমার রব হাতীওয়ালাদের (=এমনের শাসক আবরাহার সৈন্যদের) সঙ্গে কেমন (আচরণ) করিয়াছেন? ২। তিনি

হোমাযাত—(১) অয়েলের পুত্র "আছ", (২) মগীরার পুত্র "অলীদ", (৩) শরিকের পুত্র "আখ্‌নাছ";—এই কাফেরত্রয় প্রত্যেক মজলিসে রছুলে খোদার ও মুছলমানদিগের মিথ্যা কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিত। আখ্‌নাছ কাফের রছুলে খোদার সমক্ষেই অযথা বাদানুবাদ করিত। উহাদের ঐ প্রকার শয়তানীর জন্য অত্র ছুরা নাজেল হয়। —ফৎহোল আজীজ

ফীল—আবরাহা নামে এক ব্যক্তি অবিসিনিয়া রাজের অধীনে এমনের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত ছিল। তাহারা নাছারা ছিল। তাই সে একটি গীর্জ্জা বানাইয়া কাবায় হজকারীগণকে উহাতে হজ করিতে

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۙ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۙ تَرْمِيهِم

কায়্‌দাহুম্ ফী তাদ্‌লীলেঙ্ ; অ আর্‌ছালা আলায়্‌হিম্ ত্বায়্‌রান্ আবা-বীলা ; তার্‌মীহিম্

তাদের (কা'বা বিনষ্টের) অভিসন্ধিকে ব্যর্থতায় পরিণত করেন নাই কি ? (=করিয়াছেন) ৩। আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন, ৪। যাহারা নিক্ষেপ করিতেছিল তাহাদের উপর

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

বেহেজ্বা-রাতেম্ মেন্ ছেজ্জ্বীলেন্ ; ফাজ্বাআলাহুম্ কাআছ্‌ফেম্ মা'কূল। ৫

কঙ্কর জাতীয় পাথর। ৫। ফলে আল্লা তাদিগকে (=অধিকাংশকে) চর্ব্বিত ভূষিবৎকরিয়া দিয়াছিলেন।

৫ ৩০ | ১ রুকু

১০৬ ছুরা—কোরায়েশ
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।

ইহাতে ৪ আয়ত

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ إِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا

লেঈলা-ফে কোরায়্‌শিন্ ঈলা-ফেহিম্ রেহ্‌লাতাশ্ শেতা—এ অছ্ ছায়্‌ফ্। ফাল্‌য়্যা'বোদূ

১। আশ্চর্য্য কোরায়শদের অনুরাগে—২। শীতগ্রীষ্মের প্রবাসযাত্রায় তাদের অনুরাগে! ৩। ৪। অতএব তারা এবাদত করুক

আহ্বান জানায়। আরবদের বিশেষতঃ কোরেশদের ইহা পছন্দ হইল না। এক রাত্রে এক আরব যাইয়া উহাতে পায়খানা করিয়া দেয়। (মোকাতেল বলেন, একজন আরব তথায় আগুন জালাইয়াছিল। বাতাসের দরুণ গীর্জ্জাতে আগুন ধরে এবং উহা ভস্মীভূত হইয়া যায়।)

উক্ত ঘটনায় আবরাহা ক্রোধান্বিত হইয়া বহু সৈন্য ও হাতীসহ কা'বা শরীফ ধ্বংসের জন্য রওয়ানা হয়। মখমছ নামক স্থানে পৌছিয়া সে কা'বা শরীফের তৎকালীন প্রধান খাদেম আবদুল মোত্তালেবকে বলিয়া পাঠাইল: "আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই, শুধু কা'বাকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। কেহ যদি উহাকে রক্ষা করিতে চায়, অবশ্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।" তিনি উত্তর দিলেন, "যাঁহার ঘর তিনিই উহাকে রক্ষা করিবেন।" স্বয়ং আবরাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও একথা বলিয়া আসিলেন এবং কোরেশগণকে লইয়া পাহাড়ে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

আবরাহা মোজদালেফার নিকটবর্ত্তী মোহাছছার নামক স্থানে পৌছিলে সমুদ্রের দিক হইতে কবুতর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট আকারের সবুজ ও হলুদে রংএর কতগুলি পাখী পায়ে ও চঞ্চুতে মশুরি ও ছোলার মত পাথরসহ আসিয়া তাহাদের উপর উহা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা গুলীর মত লাগিতে লাগিল এবং বহু সৈন্য তাহাতে নিহত হইল। যাহারা পলাইয়াছিল, তাহারাও নানাভাবে বিপন্ন হইয়া প্রাণ হারাইল।

এই ঘটনা হজরত (দঃ) জন্মের ৪০দিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। হজরত আয়শা (রাঃ) বলেন, সেই দলের বহু মাহুতকে অন্ধ অবস্থায় তিনি ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন। নওফল ইবনে আবী মাবিয়া বলেন, তিনি ঐসমস্ত পাথরও দেখিয়াছেন। "মনছুবে" বর্ণিত আছে, পাথর লাগিয়া কাহারও ক্ষত কাহারও বসন্ত রোগ হয় ও তাহা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের মৃত্যু ঘটে। -বয়ানুল কোরআন

কোরায়েশ—কোরায়শগণ ব্যবসায় উপলক্ষে শীতকালে য়্যামনে এবং গ্রীষ্মকালে শামে গমন করিত। তীর্থক্ষেত্র মক্কার অধিবাসী তথা খানে-কাবার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে য়্যামন, শাম ও অন্যান্য

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

রাব্বা হা-জাল্ বায়্‌তি ; ল্লাজী—আত্ব্আমাহুম্ মেন্ জ্‌য়েঙ্ ; অ আ-মানাহুম্ মেন্ খাওফ্। ৫

তাদিগকে ক্ষুধায় অন্নদানকারী ও ভয় হইতে রক্ষাকারী এই (=কাবা) গৃহের রবের।

৫
৩১
:
রুকু

১০৭ ছুরা—মাউন মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিছমিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৭ আয়ত

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۙ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ

আরাআয়্‌তা ল্লাজী ইয়োকাজ্জেবো বেদ্দীন্। ফাজা-লেকা ল্লাজী ইয়াদো'ওল্ ইয়্যাতীমা ;

১। ওহে, যে বিচার-দিবসকে অবিশ্বাস করে, তাহাকে দেখিয়াছ কি? ২। তবে (শুন।) সে ঐ ব্যক্তি, যে এতীমকে হাঁকাইয়া দেয়

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ

অলা- ইয়্যাহোদ্দো আলা- ত্বআ-মেল্ মিছ্‌কীন্। ফাঅয়্‌লুল্ লিল্ মোছাল্লীনা ; ল্লাজীনা

৩। এবং মিছকীনকে আহার্য্যদানে (অপরকেও) উৎসাহিত করে না। (এসব ত বান্দার হক। আল্লার হক লঙ্ঘন নিশ্চয়ই আরো গুরুতর।)৪। অতএব মহাক্ষতি সেই নামাজীদের জন্য, ৫। যাহারা

هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ

হুম্ আন্ ছালা-তেহিম্ ছা-হূনা ; ল্লাজীনা হুম্ ইয়োরা—উনা ; অ ইয়্যাম্‌নাউনাল্ মা-উন্। ৫

তাহাদের নামাজ হইতে ভুলিয়া থাকে—৬। যারা লোকদেখানর জন্য (নামাজাদি) কাজ করে ৭। এবং জাকাত আদায়ে বিরত থাকে।

৩২
১
রুকু

প্রদেশের লোকেরা ইহাদের যথোচিত সম্মান, সমাদর ও বহুবিধ উপঢৌকন প্রদান করিত। ইহা আল্লার করুণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই করুণার কথাই অত্র ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে। এবং কোরায়শ সম্প্রদায়ের নামকরণে অত্র ছুরার "কোরায়েশ" নাম হইয়াছে। —ফৎহোল আজীজ

মাউন—আবু জেহেলের স্বভাব এই ছিল যে, কোন ধনী ব্যক্তি পীড়াগ্রস্ত হইলে তাহার নিকট যাইয়া তাহার নাবালক (এতিম)দিগকে তাহাদের হিস্বাসহ নিজের হাওয়ালা করিতে সেই পীড়িত ব্যক্তিকে বলিত, আর বলিতঃ "ইহা করিলে আমি যত্ন সহকারে উহাদের প্রতিপালন করিব। উহাদের প্রতি কেহ কোন প্রকার অন্যায় করিতে পারিবে না।" এই প্রকার ফন্দীদ্বারা তাহাদের হিস্বা গ্রাস করিয়া লইবার পর সেই এতিমদিগকে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিত। আবু জেহেলের এই দুষ্কার্য্যের জন্য রছুলে-খোদা পরকালের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নছিহত করিলে অবু জেহেল "পরকাল বলিতে কিছুই নাই" বলিয়া রছুলে খোদার নছিহত উড়াইয়া দিত। এতদুপলক্ষে এই ছুরা নাজেল হয়।

*　　*　　*　　*

গৃহ-সামগ্রীর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা হকুকোল-এবাদ অর্থাৎ বান্দার প্রতি বান্দার হক বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই হক বন্ধ করা অর্থাৎ গৃহ-সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করিতে নিষেধ করা ঘোরতর অন্যায়। এই প্রকার গর্হীত রীতিনীতি বর্জ্জন করা মুছলমানের অবশ্যকর্ত্তব্য।

—ফৎহোল আজীজ

১০৮ ছুরা—কাওছর্
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্ মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্।
অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।

ইহাতে ৩ আয়ত

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

ইন্না— আ'ত্বায়না-কাল্ কাও্সার্। ফাছাল্লে লেরাব্বেকা অন্হার্।

১। (হে মোহাম্মদ,) আমরা তোমাকে প্রচুর (কল্যাণ) দান করিয়াছি।—২। অতএব তোমার রবের উদ্দেশে নামাজ আদায় কর এবং কোরবানী প্রদান কর।—

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

ইন্না শা-নেয়াকা হুঅল্ আব্তার। ع

(তুমি "আবতর" বা স্মারকহীন নহে; বরং) ৩। নিশ্চয়ই (তোমাকে "আবতর" বলিয়া অভিহিতকারী) তোমার শত্রুই "আবতর"। (কেন না উক্ত কল্যাণসমূহ তোমার সুনাম বৃদ্ধি করিবে; ফলে তাদের সুনাম হ্রাস পাইবে।)

৫
৩৩
১
রুকু

১০৯ ছুরা—কাফেরূন
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিছ্ মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্।
অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।

ইহাতে ৬ আয়ত

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ

কোল্ ইয়্যা—আইইয়োহাল্ কা-ফেরূনা ; লা—আ'বোদো মা- তা'বোদূনা ; অলা— আন্তুম্

১। (হে মোহাম্মদ,) বল, "হে কাফেরগণ, ! ২। না আমি এবাদত করি, যাহাকে তোমরা এবাদৎ কর, ৩। না, (কাফেরী অবস্থায়) তোমরা

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ

আ-বেদূনা মা—আ'বোদ্। অলা— আনা আ-বেদুম্ মা- আবাত্তুম্ ; অলা—আন্তুম্

এবাদতকারী, যাহাকে আমি এবাদত করি ; ৪। আর না আমি এবাদতকারী, যাহাকে তোমরা এবাদত করিয়াছ,

কাওছর—যখন মক্কাশরীফে হজরত (দঃ)এর বড় পুত্র ইবরাহীম মারা যান, তখন ওয়ায়ল সহমী ও অপরাপর মোশরেকগণ বলিতে লাগিল, "মোহাম্মদ নির্ব্বংশ হইয়াছে, সুতরাং এখন সে আবতর (=স্মারকহীন)।" অতঃপর এই ছুরাটি নাজেল হয়। —দোররে মনছুর

কাফেরূন—একদা কয়েকজন ধনী কাফের রছুল আক্রম (দঃ)কে বলিয়াছিল," আপনি আমাদের পূজনীয়দিগের পূজা করিবেন আর আমরা আপনার পূজ্যের পূজা করিব। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, আপনি ও আমরা ধর্ম্মপথে শরীক থাকিব। আমাদের অথবা আপনার যে ধর্ম্মই ঠিক হউক, এই নিয়মে উভয় পক্ষই ফল লাভ করিতে পারিব।" কাফেরগণের এতদুক্তির প্রতিবাদে এই ছুরা নাজেল হয়। বয়ানুল কোরআন

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۚ

আ-বেদূনা মা--আ'বোদ্। লাকুম্ দীনুকুম্ অ লেইয়্যা দীন্। ع

৫। না, (কাফেরী অবস্থায়) তোমরা এবাদতকারী, যাহাকে আমি এবাদত করি। ৬। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম্মফল আর আমার জন্য আমার কর্ম্মফল।"

ع ৩৪/১ রুকু

১১০ ছরা—নছর মদিনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ৩ আয়ত

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ

এজা- জ্বা--আ নাছ্রো ল্লা-হে অল্ ফাৎহো ; অ রাআয়্তা ন্না-ছা ইয়্যাদ্খোলূনা ফী দীনিল্লা-হে

১। (হে মোহাম্মদ,) যখন আল্লার সাহায্য ও জয়লাভ ঘটিয়া গেল ২। এবং লোকদিগকে দেখিতে পাইলে দলে দলে আল্লার (মনোনীত) ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে,

اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ

আফ্অ-জ্বান্ ; ফাছাব্বেহ্ বেহাম্দে রাব্বেকা অছ্তাগ্‌ফের্‌হ্।

৩। তখন তোমার রবের প্রশংসার সহিত তছবীহ পাঠ কর ও তাঁহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর।

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۚ

ইন্নাহূ কা-না তাওঅ-বা-। ع

৪। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

ع ৩৫/১ রুকু

১১১ ছুরা—লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্মিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৫ আঁয়ত

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۚ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۚ

তাব্বাৎ ইয়্যাদা--আবী লাহাবেঙ্ অ তাব্বা। মা-- আগ্‌না- আন্‌হো মা-লোহূ অমা- কাছাব্।

১। আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ভঙ্গ হউক ! সে ধ্বংস হউক !! ২। তাহার মাল ও উপার্জ্জন তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

লাহাব—'বোখারী' এবং 'মোছলেম' শরীফে উক্ত হইয়াছে :--আল্লার আদেশক্রমে জনাব পয়গম্বর ছাহেব (দঃ) 'ছাফা' পর্ব্বতে আরোহণ করতঃ সমবেত মক্কাবাসীকে যখন এছলামী

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَّامْرَاَتُهٗ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ

ছাইয়াছ্লা- না'রান্ জা-তা লাহাবেঙ্; অম্‌রাআতোহু। হাম্মা-লাতাল্ হাত্বাব্।

(আখেরাতেও) ৩। ৪। সত্বরই সে এবং তাহার ইন্ধনবাহিনী (=চোগলখোর) স্ত্রী শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

৫ ৩৬ ১ রুকু

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۚ

ফী জীদেহা- হাব্‌লুম্ মেম্ মাছাদ্। ع

৫। (তথায়) তাহার (=আবুলহবের স্ত্রীর) গলে দৃঢ়বদ্ধ রজ্জু থাকিবে।

১১২ ছুরা—এখ্লাছ মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছমিল্লাহির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	হইতে ৪ আয়ত

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۚ وَلَمْ يُوْلَدْ ۚ

কোল্ হোঅ ল্লা-হো আহাদ্। আল্লা-হো ছ্ছমাদ্। লাম্ ইয়্যালেদ্; অলাম্ ইয়ূলাদ্

১। (হে মোহাম্মদ,) বলিয়া দাও যে, আল্লা এক। ২। আল্লা সর্ব্বনিরপেক্ষ—৩। না জনন করিয়াছেন, না, জনিত হইয়াছেন

৫ ৩৭ ১ রুকু

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অলাম্ ইয়্যাকোল্লাহু কোফোঅন্ আহাদ্। ع

৪। আর না, কেহ তাঁর সমকক্ষ আছে।

ছবক দিতেছিলেন, তখন আবদুল মতলেবের পুত্র আবু লাহাব বলিয়াছিল, "মোহাম্মদ! তুমি কি অধঃপাতে গিয়াছ? এই জন্যই কি আমাদিগকে এখানে জড় করিয়াছ?" আবু লাহাবের ঐ প্রকার উক্তিতে ছুরা লাহাব নাজেল হয়।

আবু লাহাবের স্ত্রী রছুলে খোদার (দঃ) প্রতি এতাধিক শত্রুতা পোষণ করিত যে, হুজুরের গমনাগমন পথে গোপনভাবে সাংঘাতিক ধরণের কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। তজ্জন্যই অত্র ছুরায় সেই পাপীয়সীর কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

* * *

তারেক বলেন, "একদা আমি দেখিতে পাইলাম, হজরত (দঃ) ইছলামের আহ্বান জানাইয়া অগ্রসর হইতেছেন আর আবুলহব পাছে পাছে পাথর মারিয়া তাঁহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত করিতেছে।"

---রুহোল মাআনী

* * *

বদর যুদ্ধের ৭দিন পর আবুলহব এক ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে গৃহবাসিগণ তাহাকে ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখে। তদবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার লাশ ৩ দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে, ফলে পচিতে আরম্ভ করে। তখন কুলির সাহায্যে তাহাকে প্রোথিত করা হয়।

এখলাছ---ছুরা এখ্লাছের ফজিলতের অন্ত নাই। আল্লার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই ছুরায় বিদ্যমান। এই ছুরার ছওআব কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠের ছওয়াবের সমতুল্য। আল্লার অদ্বিতীয়ত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছুরা এখ্লাছে পাওয়া যায়।

* * *

এক বিশিষ্ট কাফের দল রছুলে-খোদাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "মোহাম্মদ, তুমি ত আমাদের খোদার নানাপ্রকার দোষ দেখাইতে থাক, আচ্ছা বল দেখি, তোমার খোদার বৈশিষ্ট্য কি কি?" উহাদের ঐ প্রকার প্রশ্নের উত্তরে অত্র ছুরা নাজেল হয়।

---ফৎহোল আজীজ

১১৩ ছুরা—ফলক মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লার নামে।	ইহাতে ৫ আয়ত

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

কোল্‌ আউজো বেরাব্বিল্‌ ফালাকে ; মেন্‌ শার্‌রে মা- খালাকা ; অ মেন্‌ শার্‌রে গ্বা-ছেক্কেন্‌

(হে মোহাম্মদ !) বল, "আমি প্রত্যুষের রবের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি—২। সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে ;
(বিশেষতঃ) ৩। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হইতে

اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ

এজা- অক্কাবা ; অমিন্‌ শার্‌রেন্‌ নাফ্‌ফা-সা-তে ফিল্‌ ওক্কাদে ; অমিন্‌ শার্‌রে

যখন উহা আগমন করে, ৪। গ্রন্থিসমূহে (অনিষ্টার্থ) ফুৎকারদাত্রী (আত্মা বা নারী)গণের
অনিষ্ট হইতে ৫। এবং

حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

হা-ছেদেন্‌ এজা- হাছাদ্‌। ৫

হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন হিংসা করে।"

৫ ৩৮ / ১ রুকু

১১৪ ছুরা—নাছ মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৬ আয়ত

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ

কোল্‌ আউজো বেরাবি ন্না-ছে ; মালেকে ন্না-ছে ; এলা-হি ন্নাছে ; মেন্‌ শার্‌রিল্‌

১।২।৩। বল, "আমি মানবের প্রতিপালক, মানবের অধিপতি ও মানবের উপাস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি—

الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

অছ্‌অ-ছেল্‌ খান্না-ছে ; ল্লাজী ইয়্যোঅছ্‌বেছো ফী ছোদূ রিন্না-ছে ; মেনাল্‌ জেন্নাতে অ ন্না-ছে। ৬

৪।৫।৬। মানব ও জীন জাতীয় সেই পশ্চাদপসরক কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হইতে, যে মানুষের অন্তরসমূহে
কুমন্ত্রণা প্রদান করে।"

৫ ৩৯ / ১ রুকু

تمت بالخير

নাছ ও ফলক---এই ছুরাদ্বয় নিম্নোক্ত কারণে অবতীর্ণ হয় বলিয়া উল্লেখ আসিয়াছে :---
আছেমের পুত্র লবীদ (য়িহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত) শত্রুতাবশতঃ রছুলে খোদার প্রতি যাদু করিয়াছিল,
ফলে হুজুর কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। এক'রাত্রে হুজুর তাঁহার প্রতি যাদু অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণী
স্বপ্নে অবগত হইয়া সকালে এক পাতকুয়া হইতে যাদুকৃত একাদশ গ্রন্থীযুক্ত চুল উদ্ধার করেন। তৎপর
জেব্রাইল কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অত্র ছুরাদ্বয়ের এক একটি আয়ত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী গাঁইট
খুলিয়া যায় ও হুজুর আরোগ্য লাভ করেন।

---ফৎহোল আজীজ

তেলাওয়াতের দোয়া

صَدَقَ اللّٰهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝ وَ

ছাদাক্বা ল্লা-হো ছাদা-ক্বা ল্লা-হোল আলিয়্যুল আজীম। অ

আল্লা(র কথা) সত্য—মহান বিরাট আল্লা(র কথা) সত্য। আর

صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ۝ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ

ছাদাক্বা রাছূলুহুন নবিয়্যুল করীম। অ নাহ্নু আলা- জা-লেকা মিনাশ

তাঁর প্রেরিত শ্রদ্ধেয় নবী(র কথা) সত্য। আমরা ইহার উপর

الشَّاهِدِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

শা-হেদীন। অল হাম্‌দো লিল্লা-হে রাব্বেল আ-লামীন। অ ছাল্লা ল্লা-হো তাআ-লা-

সাক্ষ্যদানকারীদের অন্যতম। সব প্রশংসাই সর্ব্বজগৎস্বামী আ[illegible] আর আল্লাতালার রহমত বর্ষিত হউক

عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

আলা- খায়্‌রে খলক্বিহী অ নূরে আর্‌শেহী ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিঙ অ

তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাঁর আরশের নূর ও আমাদের নেতা মোহাম্মদ ও

عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

আলা— আ-লেহী অ আছ্‌হা-বেহী— আজ্‌মাঈন।

তাঁর (= মোহাম্মদের) আওলাদ-আছহাব সবার উপর।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

আল্লা-হুম্মা র্‌হাম্‌নী বিল্ কোর্‌আ-নেল্ আজীম

হে আল্লা! মহান কোরআনের বরকতে আমাকে রহম কর

وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً

আজ্‌আল্‌হু লী— এমা-মাঙ অ নূরাঙ অ হুদাঙ অ রাহ্‌মাহ্।

আর উহাকে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়েত ও রহমতে পরিণত কর।

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ

আল্লা-হুম্মা জাক্কের্‌নী মিন্‌হু মা- নছীতো অ আল্লেম্‌নী মিন্‌হু মা- জাহেল্‌তো

হে আল্লা! উহার যা কিছু আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও; যা আমি জানি নাই, তা' আমাকে জানাইয়া দাও

وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ وَاٰنَاۤءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ

অরযূক্‌নী তেলা-অতাহূ আনা—আ ল্লায়লে অ ন্নাহা-র। অজ্‌আল্‌হু লী

এবং আমাকে দিবারাত্র উহার তেলাওয়াত করার নছীব দান কর আর উহাকে পরিণত কর আমার

حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

হুজ্জাতাঙ য়্যা- রাব্বাল্ আ-লামীন।

দলীলরূপে—হে সর্ব্বজগতের প্রতিপালক।

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قُلُوْبَنَا وَقَرِّ عُيُوْنَنَا وَاسْتُرْ

আল্লা-হুম্মা- ত্বাহ্হের্ কোলূবানা- অ ক্বার্রে ওইয়ূনানা- অছতুর

হে আল্লা! আমাদের কলবসমূহকে পাক কর, আমাদের চক্ষুসমূহকে ঠাণ্ডা রাখ, গোপন কর

عَوْرَاتِنَا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَاقْضِ دُيُوْنَنَا وَبَيِّضْ

আওরা-তেনা- অশ্‌ফে মারদ্বা-না- অক্ব্‌দ্বে দোইয়ুনানা- অ বাইয়েদ্ব্

আমাদের আয়েবসমূহকে, আমাদের রোগসমূহকে আরোগ্য কর, আমাদের ঋণসমূহকে পরিশোধ করাও, খোশ কর

وُجُوْهَنَا وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا وَارْحَمْ اٰبَائَنَا وَاغْفِرْ اُمَّهَاتِنَا

অজু হানা- অর্‌ফা' দারাজ্বা-তেনা- অর্‌হাম আ-বা—আনা- অগ্‌ফের ওম্মোহা-তেনা-

আমাদের চেহারাসমূহকে, আমাদের মর্য্যাদাকে উন্নত কর, আমাদের বাপ-দাদাগণের প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাদের মা-দাদীগণের প্রতি ক্ষমা কর,

---

وَامْحُ سَيِّئَاتِنَا وَاَصْلِحْ دِيْنَنَا وَدُنْيَانَا وَطَيِّبْ لِسَانَنَا

অম্‌হো সাইয়েআ-তেনা- অছ্‌লেহ্ দীনানা- অ দুন্‌ইয়া-না- অ রাত্বেব্ লেছা-নানা-

আমাদের গুনাহসমূহকে লোপ কর, আমাদের দীন-দুনিয়াকে দুরুস্ত কর, আমাদের জবানকে মধুর কর

وَقَوِّ اَجْسَادَنَا وَخَرِّبْ اَحْسَادَنَا وَشَتِّتْ شُمُوْلَ اَعْدَائِنَا

অ ক্বাও্‌বে আজ্‌ছা-দানা- অ খার্‌রেব্ আহ্‌ছা-দানা- অ শাত্তেত্ [illegible]লা আ'দা—এনা-

আমাদের দেহসমূহকে সবল কর, আমাদের অমঙ্গলকামিগণকে ধ্বংস কর, আমাদের শত্রুসংঘ-সমূহকে বিক্ষিপ্ত কর,

---

وَاحْفَظْ اَهْلَنَا وَاَمْوَالَنَا وَانْظُرْ اَوْلَادَنَا وَثَبِّتْ

অহ্‌ফাজ্ আহ্‌লানা- অ আমঅ-লানা- অনজুর আওলা-দানা- অ ছাব্বেত্

আমাদের পরিবারবর্গ ও মালসমূহকে সংরক্ষণ কর, আমাদের আওলাদের প্রতি সুনজর রাখ, আমাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠ রাখ

اَقْدَامَنَا عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

আক্ব্‌দা-মানা- আলা- দীনেল এছ্‌লা-ম। অনছুর্‌না- আলাল্ ক্বাওমেল্ কা-ফেরীন।

দীন এছলামের উপর এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর—

بِحُرْمَةِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝

বেহার্‌মাতে হা-জাল ক্বোর্‌আ-নেল আজীম।

এই মহান কোরআনের সম্মানের বরকতে।

অনুবাদকের দোয়া

হে আল্লা! আপনার এই পবিত্র-কালামের প্রতি আমাকে, আমার বংশধরদিগকে ও সমুদয় মুছলমান ভ্রাতা-ভগ্নীকে আকৃষ্ট করুন! হে আল্লা! আপনার প্রদত্ত "এল্‌ম" ব্যতীত আপনার পবিত্র কালামের মর্ম্মোদ্ঘাটনের শক্তি-সামর্থ্য আমার নাই। প্রভুহে! "ত্রুটী ও বিচ্যুতি" যখন মানবের সহিত চির-জড়িত, তখন এহেন গুরু-কার্য্য সম্পাদনে এই দীনাতিদীন বান্দার অনিচ্ছাকৃত যে সব ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, আপনার "গফুরোর্ রহিম" নামের গুণে বান্দাকে তাহা ক্ষমা করুন—আমীন্!

৩০শ পারা—আম

সূচী-পত্র

आते नहीं
नेपालके
इन्द्र चौक,
ना दे दें।
बनानेका
ाई महीनेका
काममें भी कुछ
लिये भेजे थे, वे
दुःख भी हुआ था।
र जिल्द बननेमें देर तो
ी इस बातको सोचकर

क—कल्याण, गोरखपुर

দ্রঃ—বিষয়ের সঙ্গের নম্ব